ইহা বুঝিতেছি চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ এই বটে কিন্তু কাক স্থলচর সেই জন্যে আমারদিগের বিপক্ষেতে নিযুক্ত কি প্রকারে সংগ্রহ করা যায়। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন যে লোক স্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষেতে আসক্ত হয় সে মূর্খ নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় পরকর্তৃক হত হয় রাজা কহিলেন এ কি প্রকার মন্ত্রী কহিতেছে।

৮ কাননেতে কোন শৃগাল থাকে সে আপন ইচ্ছাতে নগরোপান্তে ভ্রমণ করত নীলীভাণ্ডে পড়িল অনন্তর তাহাহইতে উঠিতে পারিল না প্রভাত কালে আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখাইয়া থাকিল। তার পর নীলীভাণ্ডের স্বামী ইহা জানিয়া তাহাহইতে উঠাইয়া দূরে লইয়া ফেলিল সে স্থানহইতে জম্বুক পলাইল অনন্তর ঐ শৃগাল অরণ্যে গিয়া নিজ শরীরকে নীলবর্ণ দেখিয়া চিন্তা করিল আমি উত্তমবর্ণ হইয়াছি তবে আমি আপনার উৎকৃষ্টতাকে কেন সাধন না করি এই আলোচনা করিয়া শৃগালেরদিগকে আহ্বান করিয়া সে কহিল ভগবতী বনদেবতাকর্তৃক স্বহস্তদ্বারা সর্ব্বৌষধি করণক বনরাজ্যেতে আমি অভিষিক্ত হইয়াছি এইহেতুক আজি অবধি কাননেতে আমার আজ্ঞাতে কর্ম্ম কর্ত্তব্য। শৃগালেরা তাহাকে উত্তম বর্ণ দেখিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ আপনি যে রূপ আজ্ঞা করেন এই প্রকারে সমস্ত বনবাসি পশুতে তাহার প্রভুত্ব হইল অনন্তর সে স্বকীয় জাতিতে পরিবৃত হইয়া মহত্ত্ব সাধন করিল তাহার পর সে ব্যাঘ্র সিংহাদি উৎকৃষ্ট পরিজনকে পাইয়া সভাতে শৃগালেরদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সকল জ্ঞাতিকে অপমান করিয়া দূর করিল তদনন্তর শৃগালেরদিগকে বিমনা দেখিয়া কোন বৃদ্ধ জম্বুক এই প্রতিজ্ঞা করিল তোমরা বিষণ্ণ হইও

না নীতিজ্ঞ মর্ম্মবিৎ আমরা এই অনভিজ্ঞকর্ত্তৃক যে পরাভূত হই য়াছি সেইহেতুক যেরূপে এ নষ্ট হয় তাহা কর্ত্তব্য এই ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা বর্ণ মাত্র দেখিয়া শৃগাল না জানিয়া ইহাকে রাজা করিয়া মানে তবে এ যে রূপে পরিচিত হয় সেইরূপ কর তাহাতে এই প্রকার কর্ত্তব্য সকলে সায়ংকালে সমীপেতে এক কালেই অতিশয় শব্দ করিবা তাহার পর সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া জাতিস্বভাব হেতুক সেও রব করিবেক। অনন্তর সেই প্রকার করিলে তাহা হইল যেহেতুক যাহার যে স্বভাব আছে সে সর্ব্বদাই অপরিহার্য্য কেননা যদি কুকুর রাজা কৃত হয় তবে সে কি চর্ম্মপাদুকা ভোজন করে না তাহার পর শব্দেতে জ্ঞান করিয়া ব্যাঘ্র সে শৃগালকে নষ্ট করিল। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন ছিদ্র ও মর্ম্ম ও বল সমস্তই নিজ বিপক্ষ লোক জানে আর অগ্নি যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে দাহ করে এইরূপ অন্তঃকরণস্থ ব্যাপারকে দাহ করে অতএব আমি বলি যে লোক স্বপক্ষকে ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি।

রাজা কহিলেন যদ্যপি এইরূপ তথাপি দেখ এ ব্যক্তি দূরহইতে আসিয়াছে তাহার সংগ্রহেতে বিচার করা যাইবে। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ চর পাঠান গিয়াছে দুর্গও প্রস্তুত হইয়াছে অতএব শুককে আনিয়া পাঠান যেহেতুক বলবান দূতের নিয়োগ দ্বারা নন্দনামে রাজা চানিক্যকে নষ্ট করিয়াছেন সেই নিমিত্তে বীরযুক্ত হইয়া দূরহইতে ব্যবহিত দূতকে দেখিবেক। অনন্তর সভা করিয়া শুক এবং কাককে আহ্বান করিল শুক কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ মস্তক হইয়া দত্তাসনে বসিয়া বলিতেছে ও হে হিরণ্যগর্ভ তোমাকে মহারাজাধিরাজ শ্রীমচ্চিত্রবর্ণ আজ্ঞা করিয়াছেন যদি প্রাণে কিম্বা সম্পত্তিতে প্রয়োজন থাকে তবে শীঘ্র আসিয়া আমার চর

শেতে প্রণাম কর নতুবা অবস্থানের নিমিত্তে স্থানান্তর চেষ্টা কর রাজা রুষ্ট হইয়া কহিলেন আঃ আমার অগ্রেতে কেহ নাই যে ইহাকে গলাতে হাত দিয়া বাহির করিয়া দেয়। মেঘবর্ণ উঠিয়া বলিতেছে হে মহারাজ আজ্ঞা করুন দুষ্ট শুককে নষ্ট করি সর্ব্বজ্ঞ রাজাকে এবং কাককে সান্ত্বনা করত বলিতেছে শুন যে সভাতে বৃদ্ধ নাই সে সভাই নয় যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্ম বলে না তাহারা বৃদ্ধই নয় যে ধর্ম্মেতে সত্য নাই সে ধর্ম্মই নয় যে সত্যেতে ছল আছে সে সত্যই নয় যেহেতুক এই ধর্ম্ম ম্লেচ্ছ দূতও অবধ্য হয় যেহেতুক রাজা দূতমুখ অতএব শস্ত্র উত্থিত হইলেও দূত অন্য প্রকার বলে না আর কোন ব্যক্তি দূতের বাক্যেতে আপনাকে অধম করিয়া ও পরকে উত্তম করিয়া মানে দূত সর্ব্বদাই অবধ্যভাবেতে সমস্তই বলে। তাহার পর রাজা এবং কাক আপন স্বভাবকে পাইল শুকও উঠিয়া চলিল পশ্চাৎ চক্রবাককর্ত্তৃক আনয়ন করিয়া প্রবোধ করিয়া স্বর্ণালঙ্কারাদি দিয়া প্রেরিত হইয়া গেল। শুকও বিন্ধ্যাচলের রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা কহিলেন শুক বৃত্তান্ত কি ঐ দেশ কি রূপ শুক বলিতেছে হে মহারাজ সংক্ষেপেতে এই বার্ত্তা ইদানী সংগ্রামের উদ্যোগ করুন ঐ কর্পূরদ্বীপ দেশে স্বর্গের এক দেশ রাজাও দ্বিতীয় স্বর্গপতি কি প্রকারে বর্ণনা করিতে সমর্থ হই। অনন্তর সকল শিষ্টেরদিগকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিবার নিমিত্তে বসিলেন আর কহিলেন সংপ্রতি কর্ত্তব্য যুদ্ধেতে যে প্রকার কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ কর কিন্তু যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সন্তুষ্ট রাজারা যেমন নষ্ট হয় এমনি অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণেরা নষ্ট হয় এবং লজ্জিতা বেশ্যারা নষ্টা হয় এবং নির্লজ্জ কুলস্ত্রীরা নষ্টা হয়। দূরদর্শী

মামে গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ ব্যসনিত্বহেতুক যুদ্ধ বিহিত নয় যেহেতুক মিত্র মন্ত্রী সুহৃদ্ সকল যখন অনুগত হয় আর বিপক্ষেরদিগের ইহার বিপরীত হয় তখন রণ কর্ত্তব্য অপর ভূমি মিত্র স্বর্ণ এই তিন সংগ্রামের ফল ইহা যখন নিশ্চিত হয় তখন বিগ্রহ কর্ত্তব্য। রাজা বলিলেন হে মন্ত্রি আমার সৈন্য নিরীক্ষণ কর আর উহারদের উপযোগিতা জান এবং দৈবজ্ঞকে আহ্বান কর শুভ লগ্ন নির্ণয় করিয়া দেন। মন্ত্রী বলিতেছে তথাপি অকস্মাৎ যাত্রা উপযুক্ত নয় যেহেতুক যে মূঢ় লোকেরা শত্রুর বল বিচার না করিয়া সহসা সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা নিশ্চয় শত্রু খড়্গালিঙ্গন পায়। রাজা কহিলেন হে মন্ত্রি আমার উৎসাহ ভঙ্গ সর্ব্বথা করিও না জয়েচ্ছু ব্যক্তি যে প্রকারে পর স্থানাক্রমণ করে তাহা কর। গৃধ্র বলিতেছে তাহা কহি কিন্তু তাহার অনুষ্ঠানই ফলদ হয় ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতির অনুষ্ঠান না করিলে মন্ত্রণাতে কি প্রয়োজন যেহেতুক ঔষধ জ্ঞানেতে রোগের শমতা কোথাও হয় না, রাজা আর দেশ অতিক্রমণীয় নয় যে রূপ শুনিয়াছি তাহা নিবেদন করি শুনুন। হে নরপতি যেং স্থানে নদী গিরি কানন দুর্গেতে ভয় আছে সেইং স্থানে ব্যূহী কৃত সৈন্যের সহিত সেনাপতি যাউক উৎকৃষ্ট বীর পুরুষের সহিত সেনাধ্যক্ষ অগ্রেতে যাউক মধ্যেতে স্ত্রীলোক প্রভু ভাণ্ডার আর উত্তম যে বল ইহারা যাউক দুই পার্শ্বেতে ঘোটকেরা ঘোটকের পার্শ্বেতে রথ সকল রথের পার্শ্বেতে হস্তি সকল হস্তির পার্শ্বেতে পদাতিরা যাউক পশ্চাৎ সেনাপতি খিদ্যমান সেনাকে আশ্বাস করত অল্পেং যাউক মন্ত্রির এবং উত্তম যোদ্ধার সহিত রাজা সৈন্য লইয়া জলযুক্ত পর্ব্বতবিশিষ্ট উচ্চনীচ দেশ হস্তিতে সম

ভূমি দেশ অশ্বেতে জলে নৌকাতে সর্ব্বত্রই পদাতিতে যাইবেক। বর্ষাকালে হস্তির অন্য কালে ঘোড়ার সর্ব্বদাই পদগোর গমন প্রশস্ত পর্ব্বতেতে আর দুর্গম পথেতে রাজার রক্ষা কর্ত্তব্য। যোদ্ধাকর্ত্তৃক রাজা রক্ষিত হইলেও যোগিনিদ্রাতে শয়ন করিবেন। দুর্গ ও শত্রু ও উপমর্দ্দকদ্বারা বৈরিকে নষ্ট করিবেক এবং আকর্ষণ করিবেক পরদেশ প্রবেশেতে বনজ্ঞ লোকেরদিগকে অগ্রে করিবেক। যে স্থানে রাজা থাকেন সেই স্থানে কোষ করিবেক কেননা ধনাগার ব্যতিরেকে রাজত্ব হয় না তাহাহইতে নিজ দাসেরদিগকে দিবেক কেননা দাতার হইয়া কোন লোক যুদ্ধ না করে যেহেতুক হে নৃপতি মনুষ্যের ভৃত্য মনুষ্য নয় কিন্তু ধনের দাস কেননা ধনাধন নিমিত্তেই মহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্ব হয়। সেনারা পরস্পর ঐক্য হইয়া যুদ্ধ করিবেক এবং রক্ষাও করিবেক আর যে কিছু উত্তম সৈন্য তাহা ব্যূহের মধ্যেতে করিবেক। হে রাজাধিরাজ সেনার অগ্রেতে পদাতিকে নিয়োগ করিবেক বৈরিকে রোধ করিয়া থাকিবেক আর ইহার দেশকেও ব্যামোহ দিবেক। সমভূমিতে রথ ও অশ্বেতে যুদ্ধ করিবেক জলপ্রায় দেশেতে নৌকা ও হস্তিতে যুদ্ধ করিবেক বৃক্ষলতাকীর্ণ দেশেতে ধনুর্দ্ধারা যুদ্ধ করিবেক স্থলেতে খড়্গ চর্ম্ম অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিবেক তড়াগ ও প্রাকার ও পরিখা এই সকলকে নষ্ট করত বিপক্ষের ঘাস অন্ন জল কাষ্ঠকে সর্ব্বদা নষ্ট করিবেক। রাজার সৈন্যের মধ্যে গজই প্রধান অন্য কেহ তাদৃশ নয় কেননা আপন অবয়বেতেই হস্তী অষ্টায়ুধ হয় যেহেতুক সেনার মধ্যে অশ্ব সেনা সজীব প্রাকার হয় সেইহেতুক ঘোটকাধিক রাজা স্থলযুদ্ধেতে জয়ী হয়। তাহা কথিত আছে অশ্বারূঢ় যোদ্ধারা দেবতারদিগেরও অজেয় কেননা দূরস্থ বিপক্ষেরাও

তাহার হস্তস্থ। সকল সৈন্যের রক্ষা করাই প্রথম যুদ্ধ করা দিগ্‌নির্ণয় করা পথশোধন করা যোধারদিগের রক্ষা করা পদাতিকের কার্য্য কহেন স্বভাবতো বীর অস্ত্রবিৎ অবিরক্ত অশ্রান্ত প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়তুল্য এই সকল সৈন্যকে বিজ্ঞেরা উত্তম করিয়া জানেন। পৃথিবীতে স্বামিকৃত সম্মানেতে মনুষ্যেরা যাদৃশ যুদ্ধ করে রাজার অনেক ধন দত্ত হইলেও তাদৃশ যুদ্ধ করে না। তথাপি অসার সার বিবেচনা করুন যেহেতুক উত্তম অল্প সৈন্যও ভাল মস্তক শ্রেণী করিবে না যে নিমিত্তে অধম সৈন্যের ভঙ্গও উত্তম সেনার ভঙ্গ করে। অপ্রসন্নতা যুদ্ধ স্থলে অনাগমন দাতব্য বেতনাদি না দেওয়া কাল যাপন করা প্রতিকার না করা এই সকল যুদ্ধেতে ঔদাস্যের চিহ্ন। জয়েচ্ছু রাজা দুঃসাধ্য শত্রুর সেনাকে ব্যামোহ দেওত অনায়াসসাধ্য বিপক্ষের দূরদেশ গমন শ্রান্ত সেনাকে অতিশয় পোষণ করিবেক। দায়াদহইতে শত্রুর ভেদকারক মন্ত্র অন্য নাই এইহেতু সেই শত্রুর দায়াদকে যত্ন করিয়া উঠাইবেক যুবরাজের সহিত কিম্বা প্রধান মন্ত্রির সহিত সন্ধি করিয়া স্থিরচিত্ত অভিযোক্তার অন্তঃকরণে ক্রোধ করাইবেক। খল মিত্রকে যুদ্ধেতে ভঙ্গ দিয়াও নষ্ট করিবেক কিম্বা গোর আহরণপ্রযুক্ত ও তাহার প্রধান আশ্রিতের বন্ধনপ্রযুক্ত নষ্ট করিবেক। রাজা পর দেশাক্রমণ করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিবেক কিম্বা দান ও সম্মানদ্বারা রক্ষা করিবেক যেহেতুক সে রক্ষণই ধনদ হয়। রাজা কহিলেন আঃ অনেক কথাতে কি প্রয়োজন আপনার বৃদ্ধি পরের হানি এই নীতি তাহাকে স্বীকার করিয়া বিজ্ঞেরা বাচাল্লতা জ্ঞানকে পায়। মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিতেছে এই সকল বিশেষ করিয়া কহেন

কিন্তু এক প্রাণী উচ্ছৃঙ্খল অপর প্রাণী শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত যেহেতুক আলোক ও অন্ধকারের সামানাধিকরণ্য কোথায়, অর্থাৎ যেমন একাধিকরণে, আলোক ও অন্ধকার দুই থাকে না এমনি একাধারে উচ্ছৃঙ্খলত্ব, ও শাস্ত্রনিয়ন্তৃত্ব দুই থাকে না। তাহার পর রাজা উঠিয়া দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক জ্ঞাপিত লগ্নেতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর প্রেরিত চর হিরণ্যগর্ভসমীপে আসিয়া কহিল হে মহারাজ চিত্রবর্ণ রাজা আগত প্রায় সংপ্রতি মলয় পর্ব্বত সন্নিধানে বাস করিতেছে অনুক্ষণ দুর্গানুসন্ধান কর্ত্তব্য যেহেতুক ঐ গৃধ্র মহামন্ত্রী আর কোন ব্যক্তির সহিত তাহার প্রতায় কথালাপেতে তাহার ইঙ্গিত আমাকর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে যে ঐ রাজা কোন লোককে আমারদিগের দুর্গেতে পূর্ব্বেতেই প্রেরণ করিয়াছে। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ কাকই এ সম্ভব হয়। রাজা বলিলেন ইহা কদাচ নয় যদি এমন বটে তবে কেন সে শুকের পরাভবে উদ্যম করিল এবং শুকের আগমনেতে তাহার যুদ্ধোৎসাহ সে অনেক কাল এ স্থানে আছে। মন্ত্রী বলিতেছে তথাপি আগন্তুক শঙ্কনীয়। রাজা কহিলেন আগন্তুক ব্যক্তিও কদাচিৎ উপকারক হয় শুন পরও হিতকারী বন্ধু হয় বন্ধুও অহিতকারী পর হয় শরীরজাত রোগ অহিত হয় বন্য ঔষধ হিত হয়। অপর শূদ্রক রাজার বীরবর নামে ভৃত্য ছিল সে অত্যাল্প কালেতেই নিজ পুত্রকে বলি দিয়াছিল। চক্রবাক কহিতেছে এ কি প্রকার। রাজা কহিতেছেন।

আমি পূর্ব্বেতে শূদ্রক রাজার ক্রীড়া সরোবরে কর্পূরকেলি নামা রাজহংসের কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর সহিত অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিলাম তাহাতে মহারাজপুত্র বীরবর নামে কোন দেশহইতে আসিয়া রাজদ্বারে গিয়া দ্বারিকে বলিল আমি বেতনার্থী রাজপুত্র

রাজদর্শন করাও। তারপর তাহাকর্ত্তৃকও রাজদর্শনকারিত হইয়া
বলিতেছে হে মহারাজ যদ্যপি আমাভৃত্যেতে মহারাজের পু
য়োজন থাকে তবে আমার বেতন কর শূদ্রক বলিল তোমার
বেতন কি বীরবর বলিতেছে প্রত্যহ পাঁচ শত সুবর্ণ দেও রাজা
বলিলেন তোমার সামগ্রী কি বীরবর বলিতেছে বাহু দুই খড়্গ
তৃতীয় রাজা বলিলেন এ সামর্থ্য নয় তাহা শুনিয়া বীরবর চলিল।
অনন্তর অমাত্যেরা কহিল হে মহারাজ চারি দিবসের বেতন দিয়া
ইহার স্বরূপ জান এ লোক কেমন উপযুক্ত এত বেতন লয় অনু
পযুক্তই বা। তৎপরে মন্ত্রিবাক্যেতে আহ্বান করিয়া বীরবর
কে পান দিয়া পঞ্চশত সুবর্ণ দিলেন তাহার বাক্য আর তাহার
বিনিয়োগ রাজা নির্জনে নিরূপণ করিলেন। বীরবর তাহার অ
র্দ্ধেক দেবতারদিগকে ও ব্রাহ্মণেরদিগকে দিল অবশিষ্টের অর্দ্ধেক
দুঃখিরদিগকে তদবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদিতে ব্যয় এই সকল নিত্য
কর্ম্ম করিয়া রাজদ্বারেতে দিবারাত্রি খড়্গহস্তেতে শয়ন করে যখন
রাজা আপনি আজ্ঞা করেন তখন নিজগৃহে যায়। অনন্তর এক
দিবস কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী রাত্রিতে রাজা করুণার সহিত রোদন
শব্দ শুনিলেন শূদ্রক কহিলেন কে কে এই দ্বারে সে কহিল হে
মহারাজ আমি বীরবর রাজা বলিলেন ক্রন্দনের অনুসরণ কর
বীরবর কহিলেন হে মহারাজ যে প্রকার আজ্ঞা করেন ইহা ক
হিয়া চলিল। রাজা ভাবনা করিলেন ইহা উপযুক্ত নয় ঘোর
অন্ধকারে একাকী এই রাজপুত্র প্রেরিত হইল সেই হেতুক পশ্চাৎ
গমন করিয়া কি এ ইহা নিরূপণ করি তাহার পর রাজা ও অসি
লইয়া তাহার অনুসরণক্রমেতে নগরের বাহিরে গেলেন গিয়া

বীরবরকর্ত্তৃক সেই রোদনকারিণী রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বালঙ্কারভূষি
তা কোন স্ত্রী নিরীক্ষিতা হইল আর জিজ্ঞাসিতা হইল কে তুমি
কি নিমিত্তে রোদন কর স্ত্রী কহিল আমি এই শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী
চিরকাল বাহুচ্ছায়াতে বড় সুখে বিশ্রাম করিয়াছিলাম সংপ্রতি
অন্যত্র গমন করিব। বীরবর বলিতেছে যেখানে অপায় হয়
সেখানে উপায়ও আছে তবে কি প্রকারে এখানে পুনর্ব্বার আপ
নকার অবস্থান হয় লক্ষ্মী কহিলেন যদ্যপি বত্রিশ লক্ষণেতে
যুক্ত আপন পুত্র শক্তিধরকে তুমি ভবগতী সর্ব্বমঙ্গলাকে বলি
দেও তবে আমি পুনশ্চ এখানে বহুকাল বাস করি ইহা কহিয়া
অদৃশ্যা হইলেন। তাহার পর বীরবর আপন গৃহে গিয়া নি
দ্রিত আপন পত্নীকে জাগাইলেন আর পুত্রকে জাগাইলেন
তাহারা দুই জন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বীরবর সেই
সকল লক্ষ্মীর বাক্য বলিলেন তাহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া
শক্তিধর বলিতেছে ধন্য আমি স্বামির রাজ্যরক্ষার নিমিত্তে যে
আমার এতাদৃশ উপযোগিতা সে শ্লাঘ্য তবে এখন গৌণের কারণ
কি এতাদশ কার্য্যেতে শরীরের নিয়োগ শ্লাঘ্য। যেহেতুক
পণ্ডিত ব্যক্তি ধন আর প্রাণ পরের নিমিত্তে ত্যাগ করিবেক কে
ননা শরীরনাশ অবশ্য হবেই ইহাতে সাধুর নিমিত্তে ত্যাগই
ভাল। শক্তিধরের মাতা কহিল যদ্যপি ইহা না কর তবে
অন্য কোন কর্ম্মেতে অতিবড় বেতনের নিস্তার হইবে ইহা আ
লোচনা করিয়া সকলে সর্ব্বমঙ্গলার স্থানে গেল সেখানে সর্ব্বমঙ্গ
লাকে পূজা করিয়া বীরবর বলিতেছে হে দেবি প্রসন্না হও শূদ্রক
মহারাজ জয়যুক্ত হউন আপনি বলি গ্রহণ করুন ইহা কহিয়া
পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। তদনন্তর বীরবর ভাবনা করিলেন

যে গৃহীত রাজবেতনের নিস্তার হইল সংপ্রতি অপুত্রকের জীবন নিরর্থক ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার শিরশ্ছেদন করিলেন তাহার পর বীরবরের স্ত্রীও স্বামি পুত্র শোকার্ত্তা হইয়া তাহা করিল। রাজা সেই সকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন আমার তুল্য ক্ষুদ্র জন্তুরাও জন্মিতেছে ও মরিতেছে পৃথিবীতে ইহার তুল্য লোক হয় নাই ও হবে না সেইহেতুক ইহাতে রহিত হইয়া আমার রাজত্ব নিষ্প্রয়োজন, তদনন্তর শূদ্রকও নিজ মস্তক ছেদন করিবার নিমিত্তে খড়্গ উঠাইলেন। অনন্তর ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা রাজার হস্ত ধরিলেন আর কহিলেন পুত্র আমি তোমাকে প্রসন্না হইলাম এত সাহস নিরর্থক প্রাণান্তেও তোমার রাজ্যভঙ্গ নাই রাজা অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিলেন হে দেবি আমার রাজ্যে প্রাণেই বা কি প্রয়োজন যদ্যপি আমি অনুগৃহীত হই তবে আমার আয়ুর শেষেতে সদারাপত্যা এই বীরবর বাঁচুক নতুবা ইহারা যে গতি পাইয়াছে সেই গতি আমি পাই ভগবতী কহিলেন হে পুত্র তোমার এই সত্য সন্ধানতাতে আর ভৃত্যবাৎসল্যেতে তোমাকে তুষ্ট হইলাম যাও জয়যুক্ত হও এই সপরিবার রাজকুমারও বাঁচুক ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তদনন্তর বীরবর সদারপুত্র গৃহে গেলেন রাজাও তাহারদিগের অলক্ষিত হইয়া শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে দ্বারস্থ বীরবর পুনশ্চ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন। হে মহারাজ রোদনকারিণী সে স্ত্রী আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া অদৃশ্যা হইল আর কোন বৃত্তান্ত নাই। তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন এই ব্যক্তি শ্লাঘ্য মহাসত্ত্ব যেহেতুক কার্পণ্যরহিত হইয়া প্রিয় করিবেক শূর আত্মশ্লাঘারহিত হইবেক দাতা অপাত্র

দায়ী হবে না বাবদুক ব্যক্তি নিষ্ঠুরভার্য হবে না এই মহাপুরুষ লক্ষণ ইহাতে সমস্তই আছে। তাহার পর সেই রাজা পূর্ব্বাহ্নে শিষ্ট সভা করিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রস্তাব করিয়া অনুগ্রহপ্রযুক্ত তাহাকে কর্ণাট রাজ্য দিলেন। তবে জাতিমাত্রেতেই কি আগন্তুক দুষ্ট তাহাতেও উত্তম মধ্যম অধম আছে। চক্রবাক বলিতেছে রাজার ইচ্ছাতে যে অকার্য্যকে কার্য্য তুল্য করিয়া শাসন করে সে কি মন্ত্রী প্রভুর মনের দুঃখও ভাল তথাপি অকার্য্যকে কার্য্য করিয়া শাসন করিবে না। যে রাজার বৈদ্য গুরু মন্ত্রী প্রিয়ম্বদ হয় সে রাজা শরীর এবং ধর্ম্ম এবং ভাণ্ডারহইতে পরিত্যক্ত হয় হে মহারাজ শুন পুণ্যপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি যাহা পাইয়াছে তাহা আমারও হইবে ইহা জ্ঞান করিয়া যে লোক কর্ম্ম করে সে নষ্ট হয় ইহাতে দৃষ্টান্ত অতিশয় লোভপ্রযুক্ত ভিক্ষুককে তাড়না করিয়া নিধ্যর্থী নাপিত যেমন নষ্ট হইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসিতেছেন এ কি প্রকার। মন্ত্রী কহিতেছে।

অযোধ্যাতে চূড়ামণি নামে ক্ষত্রিয় থাকে সে ধনের নিমিত্তে ভগবান্ চন্দ্রচূড়কে বহুকাল আরাধনা করিল। তাহার পর নিষ্পাপ ঐ ক্ষত্রিয়কে স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া মহেশ্বরের আজ্ঞাতে কুবের আদেশ করিলেন যে তুমি অদ্য পূর্ব্বাহ্নে ক্ষৌর করিয়া হস্তেতে লগুড় করিয়া গৃহেতে লুক্কায়িত হইয়া থাকিবা অনন্তর ঐ অঙ্গনেতে এক ভিক্ষুককে আসিতে দেখিবা তাহাকে নির্দ্দয় লগুড় প্রহারে নষ্ট করিবা তাহার পর সুবর্ণ কলস হইবে তাহাতেই তুমি জীবনপর্য্যন্ত সুখী হইয়া থাকিবা তদনন্তর তাহা করিলে তাহা হইল। তাহাতে ক্ষৌরকরণের নিমিত্তে আসিয়াছিল যে নাপিত সে তাহা দেখিয়া চিন্তা করিল যে নিধি পাইবার উপায়

এই আমিও এই পুকার কেন না করি সেই অবধি ঐ নাপিত পুতিদিন সেইরূপ লগুড়হস্ত হইয়া নির্জ্জনেতে ভিক্ষুকের আগমন পুতীক্ষা করে। এক দিবস সেই নাপিত ভিক্ষুককে পাইয়া নষ্ট করিল সেই নিমিত্তে রাজপুরুষেরা তাহাকে নষ্ট করিল। অতএব আমি বলি পুণ্যাপুযুক্ত কোন ব্যক্তি ইত্যাদি।

রাজা কহিয়াছেন পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত কথনদ্বারা কি পুকারে পর নির্ণীত হইবে কি কারণব্যতিরেকে বন্ধু হইবে কিম্বা বিশ্বাসঘাতকই হইবে যাউক উপস্থিত অনুসন্ধান কর মলয় পর্ব্বতসমীপে যদি চিত্রবর্ণ আসিয়াছে তবে এখন কি কর্ত্তব্য মন্ত্রী বলিতেছে হে মহারাজ আগত দূতের মুখেতে আমি শুনিয়াছি ঐ মহামন্ত্রী গৃধ্রের উপদেশেতে যে চিত্রবর্ণ অনাদর করিয়াছে সেই নিমিত্তে ঐ চিত্রবর্ণ মূঢ় জয় করিতে শক্য বটে বিজ্ঞারা তাহা কহিয়াছেন লোভী খল অলস মিথ্যাবাদী অনবধানত্ব মূঢ় আর যোদ্ধারদিগের অবজ্ঞাকারী এই সকল বিপক্ষ অনায়াসনাশ্য সেই হেতুক ঐ চিত্রবর্ণ যাবৎপর্য্যন্ত আমারদিগের দুর্গদ্বার রোধ না করে তাবৎপর্য্যন্ত নদী ও পর্ব্বত ও বন ও পথেতে তাহার সেনাকে হানিবার নিমিত্তে সারসপুভৃতি সেনাপতিরা নিযুক্ত হয় বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন দূরপথশ্রান্ত ও নদী গিরি অরণ্যেতে আকুল ও ঘোরাগ্নি ভয়েতে ভীত ও ক্ষুধা এবং পিপাসাতে পীড়িত ও মত্ত ও ভোজনব্যস্ত ও রোগী এবং দুর্ভিক্ষেতে পীড়িত ও অনাস্থায়ী ও অল্প ও বৃষ্টি এবং বায়ুতে ব্যাকুল ও পঙ্ক এবং ধূলি এবং জলেতে আচ্ছন্ন ও অতিশয় ব্যগ্র ও দস্যু পীড়িত এ (বম্ভূত শত্রুসেনাকে রাজা নষ্ট করিবেক। অপর আক্রমণভয়েতে সেই রাজা জাগরণশ্রান্ত দিবাসুপ্ত নিদ্রাব্যাকুল সেনাকে নষ্ট করি

বেক এই নিমিত্তে গিয়া পুমন্তের বল অবকাশক্রমেতে আমারদি
গের সেনাপতিরা নষ্ট করুক তাহা করিলে পরে চিত্রবর্ণের সেনা
ও সেনাপতি অনেক নষ্ট হইল। তৎপরে চিত্রবর্ণ উদ্বিগ্ন হই
য়া আপন মন্ত্রি দুরদর্শিকে বলিল হে পিতঃ কেন আমাকে উপে
ক্ষা করিতেছ কোথাও কি আমার অবিনয় আছে। পণ্ডিতেরা
তাহা কহিয়াছেন রাজত্ব পাইয়াছি ইহা জ্ঞান করিয়া অবিনয়
করিবে না যেহেতুক বার্দ্ধক্যাবস্থা যেরূপ উত্তম সৌন্দর্য্য নষ্ট করে
এই রূপ অবিনয় সম্পত্তি নষ্ট করে। আর কর্ম্মনিপুণ লোক সম্প
ত্তি পায় পথ্যাশী লোক মঙ্গল ও সুখ ও আরোগ্য পায় উদ্যো
গী লোক বিদ্যার সীমা পায় ও বিনয়েতে ধর্ম্ম ও অর্থ ও যশ
পায়। গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ শুন জলসমীপস্থ বৃক্ষ যেরূপ
বৃদ্ধি পায় এইরূপ অজ্ঞ রাজাও গুণবানকে নিকটে রাখিয়া বৃদ্ধি
পায় অপর মাদক দ্রব্যের পান স্ত্রী মৃগয়া দ্যূতক্রীড়া পরদ্রব্যের
অপহরণ অবশ্য দেয়ের অদান নিষ্ঠুর বাক্য নিরপরাধ দণ্ড করা
এই সকল রাজারদিগের ব্যসন আর কেবল সাহস মাত্রাবলম্বি
লোক এবং উপায়রহিত লোক ঐশ্বর্য্য পাইতে পারে না কিন্তু
ন্যায়েতে ও শৌর্য্যেতে সম্পত্তি পায় তুমি নিজ সেনার উৎসাহ
দেখিয়া সাহসিক আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রণাতে অনবধান করি
য়াছ আর নিষ্ঠুর বাক্য কহিয়াছ অতএব এই দুর্নীতের ফল
এই অনুভূত হইতেছে। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন নীতি
দোষ কোন দুষ্ট মন্ত্রকে না পায় রোগ কোন কুপথ্যাশিকে তাপ
না দেয় সম্পত্তি কোন লোককে গর্ব্বিত না করে যম কাহাকে নষ্ট
না করে স্ত্রীধন কাহাকে তাপিত না করে বিষন্নতা হর্ষকে শীত
কাল শরৎকে সূর্য্য অন্ধকারকে কৃতঘ্নতা পুণ্যকে মিত্রদর্শন

শোককে ন্যায় বিপত্তকে দুর্নীতি অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যকেও নষ্ট করে। ইহা কহিয়া সে মন্ত্রী আলোচনা করিল এই রাজা নির্বুদ্ধি নতুবা কেন নীতি শাস্ত্রের কথারূপ জ্যোৎস্নাকে বাক্যরূপ উল্কাকে করিয়া অন্ধকার করিতেছে যেহেতুক যাহার বুদ্ধি নাই শাস্ত্র তাহার কি করিবেক দুই চক্ষুতে রহিত ব্যক্তির দর্পণ কি করিবে ইহা আলোচনা করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে পিতঃ আমার এই অপরাধ আছে সম্প্রতি অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত ফিরিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে যে রূপে যাই তাহাতে উপদেশ কর। গৃধ্র অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিল ইহাকে প্রতীকার কর যেহেতুক দেবতাতে গুরুতে গরুতে রাজাতে ব্রাহ্মণেতে বালকেতে আতুরেতে কদাচ ক্রোধ কর্ত্তব্য নয়। মন্ত্রী হাঁসিয়া কহিতেছে হে মহারাজ ভয় করিও না শুন হে মহারাজ ভিন্ন সন্ধানেতে মন্ত্রিরদিগের সন্নিপাতেতে বৈদ্যেরদিগের বুদ্ধি জানা যায় সুস্থেতে কে বা পণ্ডিত নয়। অপর নির্বুদ্ধি লোকেরা অল্প কর্ম্ম করে আর ব্যস্ত হয় সুবুদ্ধি লোকেরা বড় কর্ম্ম করে অথচ ব্যাকুল হয় না। সেইহেতুক আপনকার অনুগ্রহেতে দুর্গকে ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তি ও প্রতাপের সহিত তোমাকে অল্প কালেতেই বিন্ধ্য পর্ব্বতে লইয়া যাইব। রাজা কহিলেন কি প্রকারে সংপ্রতি অত্যল্প সেনাতে তাহা সম্পন্ন হইবে। গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ সমস্ত হইবে যেহেতুক জয়েচ্ছু রাজার দীর্ঘসূত্রতা জয়সিদ্ধির চিহ্ন সেইহেতুক অকস্মাৎ দুর্গ রোধ কর। হিরণ্যগর্ভের প্রেরিত চর বক আসিয়া তাহা কহিল হে মহারাজ অবশিষ্ট অত্যল্প সেনার সহিত এ রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রের পরামর্শে দুর্গ রোধ করিবেক। রাজা কহি

লেন হে সর্ব্বজ্ঞ এখন কি কর্ত্তব্য। চক্রবাক বলিতেছে নিজ সেনা তে সারাসার বিবেচনা কর তাহা জানিয়া উপযুক্ত মতে পারি তোষিক সুবর্ণ বস্ত্রাদি দেও যেহেতুক যে অস্থানস্থিত কাকিনীকে ও সহস্র নিষ্কতুল্য জ্ঞান করিয়া সংগ্রহ করে আর সময় বিশে ষে কোটি ধনেতেও মুক্তহস্ত হয় সেই রাজসিংহকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন না। অপর যজ্ঞেতে বিবাহেতে বিপৎকালেতে শত্রুক্ষয়ে তে কীর্ত্তিকর কর্ম্মেতে মিত্রকরণেতে প্রিয় স্ত্রীতে বন্ধু লোকেতে হে মহারাজ এই আটেতে অতিশয় ব্যয় নাই যেহেতুক নির্বুদ্ধি লোক অত্যল্প ব্যয়ের ভয়েতে সর্ব্বনাশ করে কোন সুবুদ্ধি লোক জ্যাতের ভয়েতে মোট ত্যাগ করে। রাজা কহিলেন কি প্রকা রে এ সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় উপযুক্ত হয় পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বিপত্তির নিমিত্তে ধন রক্ষা করিবেক। মন্ত্রী বলিতেছে ধনবা নের কি আপদ। রাজা কহিলেন লক্ষ্মীও কখন যান। মন্ত্রী কহিতেছে সঞ্চিত ধনও নষ্ট হয় সেইহেতুক হে মহারাজ কৃপণ তা ত্যাগ করিয়া দান ও সম্মানদ্বারা স্বকীয় যোধারদিগের পুর স্কার কর পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন পরস্পর জ্ঞাত ও হর্ষিত ও প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত ও কুলীন ও সম্মানিত ইহারা বিপ ক্ষের সেনাকে জয় করে। অপর শীলসম্পন্ন মিলিত প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যক্ত শর স্বকীয় পাঁচ শত যোদ্ধাও শত্রুপক্ষীয় অনেক সেনাকে নষ্ট করে। অপর শিষ্ট লোকেরাও বিশেষ জ্ঞানরহিত ক্রোধী কৃতঘ্ন আত্মম্ভরি লোককে ত্যাগ করে অন্যেরা কি ত্যাগ না করে যেহেতুক সত্য ও শৌর্য্য ও দয়া ও দান এই সকল রাজার বড় গুণ এই সকল গুণেতে রহিত রাজা নিতান্ত নিন্দাতা পায় এতাদৃশ বিষয়েতে মন্ত্রিরদিগের তাবৎপর্য্যন্ত পুরস্কার কর্ত্তব্য

বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন যে রাজা যে মন্ত্রিহইতে বাড়ে সে রাজা সে মন্ত্রিকে বাড়াইবেক আর ধন দিবেক এবং জীব বিষয়েতে আর ধন বিষয়েতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্রকে নিয়োগ করিবেক যেহেতুক ধূর্ত্ত ও স্ত্রী ও বালক ইহারা যে রাজার মন্ত্রী সে রাজা অন্যায়রূপ বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া কার্য্যরূপ সমুদ্রেতে মগ্ন হয়। শুন হে মহারাজ যাহার হর্ষ ও ক্রোধ সমান আর শাস্ত্র প্রতিপাদ্যেতে দৃঢ়জ্ঞান আর সর্ব্বদা ভৃত্যের অনপেক্ষা পৃথিবী তাহার ধনদা হন রাজার সহিত যাহারদিগের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় তাহারদিগকে অমাত্য বলিয়া রাজা কদাচ অবজ্ঞা করিবেন না যেহেতুক হস্তিসমূহ মধ্যস্থ স্খলনবিশিষ্ট মদান্ধ হস্তির যেমন সুহৃদ লোকের বহুকাল চেষ্টাতে কর অবলম্বন হয় এমনি কার্য্যেতে স্খলনবিশিষ্ট মদান্ধ রাজার মন্ত্রিরদিগের বহুকাল চেষ্টাতে করের গ্রহণ হয়। অনন্তর মেঘবর্ণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছে হে মহারাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক অবলোকন করুন সম্প্রতি দুর্গদ্বারেতে বিপক্ষ আছে সেইহেতুক মহারাজার চরণের আজ্ঞা হইলে বাহিরে গিয়া নিজ পরাক্রম দেখাই তাহা করিয়া মহারাজের পায়ের অঋণী হই। চক্রবাক বলিতেছে ইহা করিও না যদ্যপি বাহির হইয়া যুদ্ধ করা যায় তবে দুর্গাশ্রয় নিষ্প্রয়োজন। অপর যেমন ভয়ানক কুম্ভীর জলহইতে নির্গত হইলে অবশ হয় বলবান সিংহও বনহইতে নির্গত হইলে শৃগালের ন্যায় হয়। হে মহারাজ আপনি গিয়া যুদ্ধ দেখুন যেহেতুক রাজা দেখত সেনাকে অগ্রেতে করিয়া যুদ্ধ করাইবেক স্বাম্যধিষ্ঠিত কুকুরও কি সিংহের ন্যায় আচরণ করে না। অনন্তর তাহারা সকলে দুর্গদ্বারে যাই

য়া অতিবড় যুদ্ধ করিল। পরদিবস চিত্রবর্ণ রাজা গৃধ্রকে বলিল হে তাত এখন আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর। গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ শুনুন বহুকালস্থায়ী ও অনেক সৈন্য পণ্ডিত ব্যসন রহিতের আশ্রয় ও সুখ্যাত ও শূরযোধ এই সকল দুর্গ গুণ। আর অল্পকালস্থায়ী ও অত্যল্প সেনা মূর্খ ব্যসনির আশ্রয় ও সুগুপ্ত ভীরুযোধ এই সকল দুর্গব্যসন সে সকল দুর্গব্যসন এখানে নাই কিন্তু ভেদ আর বহুকাল না বুঝা আর আক্রমণ আর উগ্রপুরুষ এই চারি দুর্গলঙ্ঘনের উপায় কর্ণে কহিতেছে ইহাতে শক্ত্যনুসারে এইং যত্ন কর।। তদনন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেতেই দুর্গের চারি দ্বারেতেই যুদ্ধ হইলে পরে এক দিবস দুর্গমধ্যবর্ত্তি গৃহেতে কাকেরা অগ্নি ক্ষেপণ করিল তাহার পর দুর্গ লইয়াছিং এ কোলাহল শুনিয়া সর্ব্বত্র জ্বলিতাগ্নি দেখিয়া রাজহংসের সেনারা আর দুর্গবাসি লোকেরা ত্বরাতে হ্রদে প্রবেশ করিল যেহেতুক কার্য্য উপস্থিত হইলে যাহা মন্ত্রণা করিয়া থাকে শক্ত্যনুসারে তাহা করিবেক কিম্বা পরাক্রম করিবেক কিম্বা যুদ্ধ করিবেক কিম্বা পলায়ন করিবেক বিচার করিবে না। রাজহংস স্বভাবতো মন্দগতি আর দ্বিতীয় সারস এই দুইকে চিত্রবর্ণের সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া বেড়িল। হিরণ্যগর্ভ সারসকে বলিল হে সেনাপতে আমার অনুরোধে আপনাকে কেন নষ্ট কর তুমি এখন যাইতে পার তাহা করিয়া জলে প্রবেশ কর আপনাকে রক্ষা কর চূড়ামনি নামা আমার পুত্রকে সর্ব্বজ্ঞের সম্মতিতে রাজা করিবা। সারস বলিতেছে হে মহারাজ এতাদৃশ দুঃসহ বাক্য বক্তব্য নয় যাবৎ পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য গগণে আছেন তাবৎ পর্য্যন্ত হে মহারাজ আপনি জয়ী হউন হে মহারাজ আমি দুর্গাধিকারী আমার মাংস

রক্তলিপ্ত দ্বারপথেতে শত্রু প্রবেশ করুক। অপর দাতা ক্ষমাবান গুণগ্রাহক প্রভু কষ্টেতে মিলে। রাজা কহিতেছেন ইহা যথার্থই বটে কিন্তু পবিত্র কর্ম্ম নিপুণ অনুরক্ত এতদ্রূপ ভৃত্যও দুর্লভ। সারস বলিতেছে শুন হে মহারাজ যদ্যপি সংগ্রাম ত্যাগ করিলে যমের ভয় না থাকে তবে অন্যত্র যাওয়া উপযুক্ত যদি প্রাণির মরণ অবশ্যই তবে কেন বৃথা অপযশ করি। অপর বায়ুর গমনেতে হয় যে ঢেউ তাহার গমনের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী যে এই সংসার ইহাতে পরের নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ পুণ্যপ্রযুক্ত হয়। আর স্বামী অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ কোষ সৈন্য সুহৃৎ নগরস্থ লোক এই আট পরস্পর উপকারকত্বহেতুক রাজ্যাঙ্গ হয়। হে মহারাজ তুমি স্বামী সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণীয় যেহেতুক অমাত্য লোক বড় হইলেও স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচে না গতায়ুতে ধন্বন্তরি বৈদ্যও কি করে। অপর সূর্য্য অপ্রকাশ হইলে যেমন পদ্ম অপ্রকাশ হয় এইরূপ রাজা অপ্রকাশ হইলে এই প্রাণি সকল অপ্রকাশ হয় রবি প্রকাশ হইলে যেরূপ কমল প্রকাশ হয় সেইরূপ রাজা প্রকাশ হইলে এই প্রাণি সকল প্রকাশ হয়। অনন্তর কুক্কুট আসিয়া রাজহংসের শরীরে তীক্ষ্ণ নখাঘাত করিল সারস শীঘ্র সমীপে আসিয়া রাজাকে আপন শরীরের মধ্যে করিয়া জলে পড়িল। তদনন্তর কুক্কুটেরদের নখ মুখ প্রহারেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সারস অনেক কুক্কুট সেনাকে নষ্ট করিল। পশ্চাৎ সারসও চঞ্চু প্রহারেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পর চিত্রবর্ণ দুর্গেতে প্রবেশ করিয়া দুর্গস্থ দ্রব্য সকল লুটাইয়া বন্দিকর্তৃক জয়শব্দেতে আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে গেলেন।

অনন্তর রাজপুত্রেরা কহিলেন সেই রাজসৈন্যেতে সারসই

অতিবড় পুণ্যবান যে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বামিকে রক্ষা করিল ইহা পণ্ডিতকর্ত্তৃক কথিত আছে গরু সকল গবাকৃতি সমস্ত পুত্র কেই জন্মায় শৃঙ্গেতে শোভিত অনেক গোর স্বামি এতাদৃশ পুত্র কে কদাচিৎ কেহ জন্মায়। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন সে মহাসত্ত্ব বিদ্যা ধরীপরিবৃত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করুক। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ যে বীরসকল সংগ্রামেতে প্রভুর নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করে সে সকল লোক স্বর্গে গমন করে শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া শূর লোক যেখানে সেখানে মরে সে অক্ষয় স্বর্গ পায় যদ্যা[illegible]াতরতা না পায় আরও এই প্রকার হউক আপনকারদের হস্তি ঘোড়া পদাতির দ্বারা সংগ্রাম কদাচিৎ ও না হউক। নীতি মন্ত্রণারূপ বায়ুর দ্বারা আহত হইয়া শত্রু সকল গিরিগহ্বরকে আশ্রয় করুক।

ইতি বিগ্রহকথা সমাপ্তা।

পুনশ্চ কথারম্ভসময়ে রাজকুমারেরা কহিলেন হে গুরো আমরা বিগ্রহ শুনিলাম সম্প্রতি সন্ধি বল। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন শুন সন্ধিও কহি যাহার প্রথম শ্লোকার্থ এই।

অতিশয় যুদ্ধ হইলে পরে দুই রাজার অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে থাকিল যে গৃধ্র ও চক্রবাক তাহারা অল্প কালেতেই বাক্যদ্বারা সন্ধি করিল। রাজনন্দনেরা কহিলেন ইহা কি প্রকার বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছন।

তাহার পর সেই রাজহংস কহিল আমার দুর্গে কে বহ্নি প্রদান করিল কি পরকীয় লোক কিম্বা বৈরিপ্রেরিত আমার দুর্গবাসী কেহ। চক্রবাক বলিতেছে হে ভূপাল আপনকার নিষ্প্রয়োজন মিত্র ঐ মেঘবর্ণ সপরিবার দৃষ্ট হয় না সেই নিমিত্তে বুঝি তাহারি অনুষ্ঠিত এই। রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন সেই বটে আমার দুর্দ্দৈব এ পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন সে দোষ দেবতার মন্ত্রির এ দোষ নয় কেননা সুঘটিত কার্য্যও কোথাও দৈবযোগেতে নষ্ট হয়। মন্ত্রী বলিতেছে ইহা কহাই আছে দুরবস্থা পাইয়া লোক দৈবকে নিন্দা করে মূর্খ লোক আপনার কর্ম্মদোষ জানে না অপর যে লোক হিতাভিলাষি বন্ধুরদিগের বচন শুনে না সে কাষ্ঠচ্যুত নির্ব্বুদ্ধি কচ্ছপের ন্যায় নষ্ট হয়। সর্ব্বদা বচনকেই রক্ষা করিবেক কেননা বাক্যেতে নষ্ট হয় হংসদ্বয়কর্তৃক নীয়মান কমঠের পতন যেমন। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার মন্ত্রী কহিতেছে।

মগধ দেশেতে ফুল্লোৎপল নামে সরোবর থাকে তাহাতে অনেক কাল সঙ্কট বিকট নামে দুই হংস বসতি করে তাহারদিগের সখা কম্বুগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস করে। অনন্তর এক দিবস কৈবর্ত্তেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল যে এ স্থানে আমরা আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মৎস্য কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কমঠ দুই হংসকে কহিল হে মিত্রেরা কৈবর্ত্তেরদিগের কথোপকথন শুনিলা ইদানী আমার কর্ত্তব্য কি। হংসেরা বলিল পুনর্ব্বার তাহা জান প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা করা যাইবে। কচ্ছপ বলিতেছে এমন নয় যেহেতুক এই স্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন অনাগতবিধাতা আর প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই জন সুখী হয় আর যদ্ভবিষ্য নষ্ট হয়। হংসেরা কহিল এ কি প্রকার কূর্ম্ম কহিতেছে।

পূর্ব্বে এই সরোবরে জালিয়া এইরূপে উপস্থিত হইলে পরে তিন মৎস্যেরা আলোচনা করিল তাহাতে অনাগত বিধাতা নামে এক মৎস্য সে পরামর্শ করিল আমি অন্য পুষ্করিণীতে যাই ইহা বলিয়া জলাশয়ান্তরে গেল। প্রত্যুৎপন্নমতি নামে মৎস্য কহিল ভাবি বিষয়েতে নিশ্চয় নাই আমি কোথা যাইব তাহা উপস্থিত হইলে যাহা হয় তাহা করিব বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন যে লোক উপস্থিত বিপৎকে সমাধান করে সেই বুদ্ধিমান ইহাতে নিদর্শন বনিকের পত্নী উপপতিকে প্রত্যক্ষতো গোপন করিল। যদ্ভবিষ্য প্রশ্ন করিতেছে এ কি প্রকার প্রত্যুৎপন্নমতি কহিতেছে।

পূর্ব্বেতে বিক্রমপুরেতে সমুদ্রদত্ত নামে এক বণিক্ থাকে রত্ন

প্রভা নাম্নী তাহার গৃহিণী এক নিজ ভৃত্যের সহিত ক্রীড়া করে যেহেতুক স্ত্রীলোকেরদের কেহ অপ্রিয় নাই প্রিয়ও নাই গো সকল যেমন কাননেতে সর্ব্বদা নূতনং ঘাস আকাঙ্খা করে এইরূপ স্ত্রী লোকেরা অনুক্ষণ নবীনং পুরুষকে অভিলাষ করে। অনন্তর এক দিবস সেই রত্নপ্রভা ঐ দাসকে মুখচুম্বন দিতেছিল তাহা সমুদ্রদত্ত দেখিল। তাহার পর সে কুলটা ঝটিতে স্বামির সন্নিধানে গিয়া কহিল হে নাথ এই সেবকের অতিশয় নির্ব্বাহ যেহেতুক চৌর্য্য ক্রিয়া করিয়া কর্পূর খায় ইহা আমি ইহার মুখ আঘ্রাণ করিয়া জানিলাম। তাহা কথিত আছে স্ত্রীলোকেরদের আহার দ্বিগুণ তাহারদের বুদ্ধি চতুর্গুণ ইত্যাদি। তাহা শুনিয়া ভৃত্য ক্রোধ করিয়া কহিল হে প্রভো যে স্বামির গৃহেতে এতাদৃশী গৃহিণী সে স্থানে ভৃত্য কি প্রকারে থাকে যেখানে নিরন্তর পত্নী দাসের মুখের ঘ্রাণ লয় তদনন্তর সে উঠিয়া চলিল তাহাকে মহা জন যত্নেতে প্রবোধ করিয়া ধরিল। এই নিমিত্তে আমি বলি যে লোক উপস্থিত বিপত্তিকে সমাধান করে ইত্যাদি।

তাহার পর যদ্ভবিষ্য কহিল যে বিষয় হইবার উপযুক্ত নয় সে হইবে না যে বিষয় হইবার উপযুক্ত তাহার অন্যথা হবে না। তদনন্তর প্রত্যুৎপন্নমতি প্রাতঃকালে জালেতে বদ্ধ হইয়া আপনাকে মৃততুল্য দেখাইয়া থাকিল। তাহার পর জালহইতে নিঃসারিত হইয়া সামর্থ্যানুসারে লম্ফ দিয়া অগাধজলে প্রবিষ্ট হইল যদ্ভবিষ্য কৈবর্ত্তকর্তৃক ধৃত হইয়া ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি অনাগত বিধাতা ইত্যাদি। সেইহেতুক যে প্রকার আমি অন্য জলাশয়ে যাই তাহা কর।

হংসেরা বলিল স্থানান্তরে গেলে পরে তোমার কল্যাণ কিন্তু স্থলে গমন করিবার তোমার কি উপায়। কমঠ কহিল যেরূপে আমি তোমারদের সহিত আকাশ পথেতে যাই তাহা কর হংসেরা বলিল কি প্রকারে উপায় সম্ভব হয় কূর্ম্ম বলিতেছে তোমারদের দুই জনকর্তৃক চঞ্চুধৃত এক কাষ্ঠখণ্ডকে আমি মুখেতে অবলম্বন করিয়া যাইব তোমারদের দুই জনের পক্ষ বলেতে আমিও সুখেতে যাইব। দুই হংস বলিল এতাদৃশ উপায় সম্ভব বটে কিন্তু সুবোধ লোক উপায় চিন্তা করত অপায়ও চিন্তা করিবেক কেননা দেখিতেছিল যে মূর্খ বক তাহার সন্তান নকুলকর্তৃক ভক্ষিত হইল কচ্ছপ প্রশ্ন করিতেছে এ কি প্রকার তাহারা কহিতেছে।

উত্তরপথেতে গৃধ্রকূট নামে গিরিতে এক বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ থাকে তাহাতে অনেক বক বাস করে তাহারদের শিশু সন্তানেরদিগকে বৃক্ষতলস্থ গর্ত্তেতে সর্পে খায় অনন্তর শোকাতুর বকেরদিগের রোদন শুনিয়া কোন বক কহিল এরূপ বিলাপ করিও না তোমরা মৎস্য আনিয়া নকুলের গর্ত্তকে আরম্ভ করিয়া সর্পের বিবরপর্য্যন্ত পংক্তিক্রমেতে স্থাপন কর। তাহার পর সেই খাদ্য দ্রব্যলোভি নকুল আসিয়া সর্পকে দেখিবেক স্বাভাবিক শত্রুতাহেতুক তাহাকে নষ্ট করিবেক তাহা করিলে পরে তাহা হইল। তদনন্তর সেই তরুতে নকুলেরা বকবালকধ্বনি শুনিল পশ্চাৎ তাহারা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বকশিশুরদিগকে খাইল। এই জন্য আমি বলি সুবোধ লোক উপায় চিন্তা করত ইত্যাদি।

আমারদের কর্তৃক নীয়মান তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লোক অবশ্য কিছু বলিবেই তাহা শুনিয়া যদ্যপি তুমি উত্তর দিবা তবে তোমার মৃত্যু সেই নিমিত্তে সর্ব্বথা এইখানে থাক। কচ্ছপ বলি

তেছে আমি কি অজ্ঞান আমি পুত্যুত্তর দিব না কিছুই বলিব না সেইরূপ করিলে পরে তদ্রূপ কমঠকে অবলোকন করিয়া সকল গোরক্ষকেরা পশ্চাৎ ধাইল আর বলিল কেহ বলিতেছে যদি এই কূর্ম্ম পড়ে তবে এ স্থানেতেই পাক করিয়া খাই কেহ কহিতেছে এই স্থানেতেই দগ্ধ করিয়া খাই কেহ বলিতেছে গৃহে লইয়া ভক্ষণ করি সেই কথা শুনিয়া ঐ কচ্ছপ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববাক্য বিস্মৃত হইয়া কহিল তোরা ছাই খাবি ইহা বলিবা মাত্রে পড়িল আর তাহারদিগের কর্তৃক ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি হিতাভিলাষি বন্ধুরদিগের ইত্যাদি।

অনন্তর দূত বক সেখানে আসিয়া বলিল হে মহারাজ পূর্ব্বেতেই আমি কহিয়াছি নিরন্তর দুর্গশোধন কর্ত্তব্য তাহা তোমরা কর নাই সে অনবধানের ফল এই অনুভূত হইতেছে। গৃধ্রু প্রেরিত মেঘবর্ণ কাক দুর্গ দাহ করিয়াছে রাজা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন বৃক্ষাগ্রেতে সুপ্ত লোক বৃক্ষাগ্রহইতে পতিত হইয়া যেমন জাগ্রৎ হয় এই রূপ প্রীতিপ্রযুক্ত কিম্বা উপকারপ্রযুক্ত যে জন বিপক্ষেতে প্রত্যয় করে সে বিপদগ্রস্ত হইয়া জ্ঞাত হয় প্রণিধি বলিল এ স্থানহইতে দুর্গ দাহ করিয়া যখন মেঘবর্ণ গেল তখন প্রসন্ন হইয়া চিত্রবর্ণ কহিল এই মেঘবর্ণকে এই কর্পূরদ্বীপের রাজত্বেতে অভিষিক্ত কর বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন কৃতকৃত্য দাসের কৃতকে ফলের দ্বারা ও মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা নষ্ট করিবে না আর ঐ ভৃত্যকে দেখিয়া হর্ষ জন্মাইবেক। চক্রবাক বলিতেছে তাহার পরং দূত কহিল তাহার পর মুখ্য মন্ত্রী গৃধ্রু কহিল হে মহারাজ ইহা উপযুক্ত নয় প্রসাদান্তর কিছু করুন যেহেতুক অবি

চারকের নিকটে পরামর্শ কহা তুষখণ্ডনের ন্যায় হে মহারাজ নীচেতে উপকার করা বালুকাতে প্রস্রাব করার ন্যায় মহতের স্থানেতে নীচকে কদাচ করিবে না। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন নীচ লোক প্রশংসিত পদ পাইয়া প্রভুকে নষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা করে উন্দুর ব্যাঘ্রত্ব পাইয়া যেমন মুনিকে নষ্ট করিতে গিয়াছিল চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিতেছেন এ কি প্রকার। মন্ত্রী কহিতেছে।

+ গৌতম মহর্ষির তপোবনে মহাতপোনামা মুনি থাকেন সেখানে কাককর্তৃক নীয়মান এক মূষিকশিশু সেই মুনিকর্তৃক প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর স্বভাবদয়ালু সেই মুনিকর্তৃক উড়ি ধান্যের কণার ভক্ষণদ্বারা বর্দ্ধিত হইল তাহার পর সেই মূষিককে খাইবার নিমিত্তে বিড়াল পশ্চাৎ ধাবন করে উন্দুর তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সেই মুনির কোলেতে প্রবেশ করে। তাহার পর মুনি কহিলেন হে মূষিক তুমি মার্জার হও তদনন্তর সে বিড়াল কুক্কুরকে দেখিয়া পলায় তৎপরে মুনি কহিলেন কুক্কুরহইতে ভয় পাও অতএব তুমিই কুক্কুর হও সে কুক্কুর ব্যাঘ্রহইতে ভয় পায় এইহেতুক সেই মুনি কুক্কুরকে ব্যাঘ্র করিল তদনন্তর মুনি সে ব্যাঘ্রকে মূষিক এ এই প্রকার দেখেন তাহার পর সকল লোক সে মুনিকে ও ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বলে এই মুনি মূষিককে ব্যাঘ্র করিয়াছেন। + ইহা শুনিয়া সে ব্যাঘ্র ভাবনা করিল যাবৎকাল এই মুনি থাকিবে তাবৎকাল আমার অপযশস্কর স্বরূপাখ্যান যাইবে না মূষিক ইহা আলোচনা করিয়া সেই মুনিকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে গেল তাহার পর সেই মুনি তাহা জানিয়া পুনর্ব্বার মূষিক হও ইহা করিয়া মূষিক করিলেন। অতএব আমি বলি নীচ লোক প্রশংসিত পদ পাইয়া ইত্যাদি। অপরও ইহা অনায়াসসাধ্য ইহা জানিও না

গুন উত্তম মধ্যমঅধম অনেক মৎস্য ভক্ষণ করিয়া বক অতিশয় লোভহেতুক পশ্চাৎ কর্কটের গ্রহণপ্রযুক্ত মরিল। চিত্রবর্ণ প্রশ্ন করিতেছে এ কি প্রকার। মন্ত্রী কহিতেছে।

মগধ দেশেতে পদ্মকেলি নামে সরোবর থাকে তাহাতে শক্তি রহিত এক বৃদ্ধ বক আপনাকে উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখাইয়া থাকে। তাহাকে কোন কর্কট দেখিল আর জিজ্ঞাসিল তুমি কেন এখানে আহার ত্যাগ করিয়া রহিয়াছ বক কহিল আমার প্রাণ ধারণের কারণ মৎস্যেরা তাহারদিগকে কৈবর্ত্তেরা আসিয়া নষ্ট করিবেক এই বৃত্তান্ত আমি নগরসমীপে শুনিয়াছি অতএব বর্ত্তনের অভাব প্রযুক্তই আমার মরণ উপস্থিত ইহা জানিয়া আহারেতে অনাদর করিয়াছি। তদনন্তর মৎস্যেরা আলোচনা করিল এই কালেতে এই ব্যক্তি উপকারকই বুঝিতেছি সেইহেতুক যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইহাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন উপকারি শত্রুর সহিত সন্ধি করিবেক অপকারক মিত্রের সহিত করিবে না যেহেতুক মিত্র ও শত্রুর লক্ষণ উপকার আর অপকার। মৎস্যেরা কহিল ওহে বক ইহাতে রক্ষার কি উপায়। বক বলিতেছে রক্ষার উপায় আছে অন্য হ্রদ আশ্রয় করা সেখানে আমি এক২ জন করিয়া লইব। মৎস্যেরা কহিলএ প্রকারই হউক তদনন্তর ঐ বক সেই মৎস্যেরদিগকে একে২ লইয়া খায় তদনন্তর কর্কট তাহাকে কহিল ওহে আমাকেও সেখানে লও তৎপরে উত্তম কর্কট মাংসার্থী বকও আদর করিয়া তাহাকে লইয়া স্থলেতে ধরিল কুলীরও সেইস্থান মৎস্য কণ্টকব্যাপ্ত দেখিয়া ভাবনা করিল হায় মন্দভাগ্য আমি নষ্ট হইলাম হউক সম্প্রতি কালোপযুক্ত ব্যবহার করিব যেহেতুক ভয়হইতে সেই পর্য্যন্ত ভয়

পাইবেক যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয় ভয় উপস্থিত দেখিয়া
নির্ভয়ের ন্যায় প্রহার করিবেক। অপর অভিযুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি
আপনার যৎকিঞ্চিৎ হিত না দেখে তবে সুবুদ্ধি লোক বিপক্ষের
সহিত যুদ্ধ করত মরে এবং যেখানে যুদ্ধ ব্যতিরেকেও অবশ্য
মৃত্যু হয় সংগ্রামেতে প্রাণ সংশয় পণ্ডিতেরা সেই কালকে
যুদ্ধের এক কাল করিয়া বলেন ইহা বিবেচনা করিয়া কর্কট তা
হার গ্রীবাকে ছেদন করিল সে বক পঞ্চতা পাইল। এই জন্যে
আমি বলি উত্তম অধম মধ্যম অনেকে মীন ভক্ষণ করিয়া
ইত্যাদি।

শুন তাহার পর চিত্রবর্ণ বলিল ও হে মন্ত্রি আমাকর্তৃক এই
আলোচিত আছে কর্পূরদ্বীপের যত উত্তম দ্রব্য মেঘবর্ণ রাজা
কর্তৃক লব্ধ হইয়াছে সে সকল আমারদিগের লওয়া কর্ত্তব্য সেই
বস্তুতে বিন্ধ্য গিরিতে অতিশয় সুখেতে আমারদিগের থাকা হই
বে। দূরদর্শী হাঁসিয়া বলিল হে ভূপাল অনুপস্থিত চিন্তা করিয়া
যে লোক হর্ষিত হয় সে অসম্মানকে পায় যেমন ভগ্নভাণ্ড ব্রাহ্মণ
ভূপতি কহিলেন এ কি রূপ মন্ত্রী কহিতেছে।

দেবীকোটরসংজ্ঞক নগরেতে দেবশর্ম্মা নামে বিপ্র থাকেন
তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শক্তুপুরিত এক শরাব পাইলেন
তাহা লইয়া তিনি রৌদ্রেতে ব্যাকুল হইয়া কুম্ভকারের ভাণ্ডপূর্ণ
গৃহের এক প্রদেশেতে শয়ন করিলেন তাহার শক্তুর রক্ষার
নিমিত্তে হস্তেতে এক দণ্ড লইলা চিন্তা করিলেন যদ্যপি আমি শ
ক্তুশরাব বিক্রয় করিয়া দশ কড়া কড়ি পাই তবে এই স্থানেতেই
সেই কপর্দ্দকেতেই ঘট শরাবপ্রভৃতি কিনিয়া অনেক বারেতে
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ধনদ্বারা বারম্বার গুবাক বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লক্ষ

সংখ্যক দ্রবিণ করিয়া চারি বিবাহ করিব তদনন্তর সেই সপত্নীর দিগের মধ্যে যে রূপযৌবনবিশিষ্টা তাহাতে অতিশয় প্রণয় করিব সপত্নীরা যখন বিবাদ করিবেক তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমি তাহারদিগকে লগুড়েতে করিয়া তাড়ন করিব ইহা কহিয়া দণ্ডক্ষেপণ করিলেন তাহাতে শক্তু শরাব বিদীর্ণ হইল অনেক ঘটও ভাঙ্গিল। তৎপরে সেই শব্দেতে কুমার আসিয়া ভাঁড় সকল সেই রূপ দেখিয়া ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বাহির করিয়া দিল এতদর্থে আমি বলি অনুপস্থিত চিন্তা করিয়া ইত্যাদি।

তদনন্তর রাজা গৃধ্রুকে বলিলেন হে তাত যাহা কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ কর। গৃধ্র বলিতেছে বিপথগামী মত্ত সংকীর্ণ হস্তির নেতা যেমন নিন্দ্যতা পায় এমনি উন্মার্গগামী মদান্ধ রাজার নেতারা গর্হণীয়তা পায় শুন হে মহারাজ আমারদিগের প্রতাপেতে কি দুর্গ ভগ্ন হইয়াছে তাহা নয় কিন্তু তোমার প্রতাপ ও উপায়েতে। রাজা কহিলেন তোমারদিগের উপায়েতে। গৃধ্র বলিতেছে যদি আমার পরামর্শ কর তবে নিজ দেশে গমন কর নতুবা বর্ষকাল উপস্থিত হইলে পুনশ্চ সংগ্রাম হইলে বিদেশবাসি আমারদিগের নিজ দেশে গমন ও দুর্লভ হইবে সুখ ও শোভার নিমিত্তে সন্ধি করিয়া গমন কর দুর্গ ভগ্ন হইল যশঃ প্রাপ্তই হইল আমার এই মত যেহেতুক যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে পুরস্কার করিয়া প্রভুর প্রিয় ও অপ্রিয়কে ত্যাগ করিয়া অপ্রিয় অথচ পথ্যকে বলে তাহার সহিত রাজা সহায়ী হন। অপর তুল্য লোকেরও সহিত সন্ধি করিবেক যেহেতুক সংগ্রামেতে জয় সন্দিগ্ধ তুল্য পরাক্রম সুন্দ উপসুন্দ কি পরস্পর নষ্ট হয় নাই আর সুহৃৎ ও সৈন্য ও রাজ্য ও আত্মা ও কীর্ত্তি এই সকলকে কোন মূর্খ সংগ্রামেতে সংশয়রূপ

দোলাস্থিত করে। নৃপতি কহিলেন এ কি প্রকার। সচিব কহিতেছে।

পূর্ব্বেতে সুন্দোপসুন্দ নামা অতিবড় দৈত্য দুই জন ত্রিভুবনাভিলাষেতে অত্যন্ত ক্লেশেতে বহুতর কাল মহাদেবের আরাধনা করিল অনন্তর তাহারদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন তোমরা বর প্রার্থনা কর তাহাতে পার্ব্বতী প্রার্থনীয়া ইহা অন্তঃকরণে করাইলেন তাহার পর সুন্দ উপসন্দ কহিল যদ্যপি আমারদিগকে আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন তবে হে পরমেশ্বর নিজ পত্নী গৌরীকে দেও। অনন্তর ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বরদানের আবশ্যকত্বহেতুক বিচারমূর্খ সুন্দোপসুন্দকে উমার ন্যায় এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন তাহার পর সংসারনাশক ও অজ্ঞানান্ধ সুন্দোপসুন্দ অন্তঃকরণের উৎসাহেতে পার্ব্বতী তুল্য সৌন্দর্য্যেতে লব্ধ হইয়া আমার এ আমার এ এই পরস্পর বিবাদ করিয়া কোন মধ্যস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি এই বুদ্ধি করিলে পর সেই ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ হইয়া আসিয়া সেইস্থানে উপনীত হইলেন। অনন্তর তাহারা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিল আমরা ইহাকে আপন বলেতে পাইয়াছি আমারদের দুই জনের মধ্যে কাহার এ হইবে। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজনীয় বলবান ক্ষত্রিয় পূজ্য ধনধান্যাধিক বৈশ্য পূজ্য ব্রাহ্মণ সেবাতে শূদ্র মান্য সেই নিমিত্তে তোমরা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মশালী তোমারদের যুদ্ধই নিয়ম ইহা কথিত হইলে পরে ইনি বিলক্ষণ কহিয়াছেন ইহা কহিয়া দুই জনেতেই পরস্পর সমানবল এক কালেতেই পরস্পর মারণদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

রাজা কহিলেন পূর্ব্বেতেই কেন তোমরা বলিলা না মন্ত্রী বলিতেছে আপনি কি আমার বাক্যের শেষপর্য্যন্ত শুনিয়াছেন তথাপি

আমার সম্মতিতে এই যুদ্ধারম্ভ নয় উত্তম গুণশালী ঐ হিরণ্য গর্ভ সংগ্রাম করণোপযুক্ত নয়। তাহা কথিত আছে সত্যবাদী ও পূজ্য ও ধর্ম্মিষ্ঠ ও স্ত্রীলোক ও ভ্রাতৃসমূহবিশিষ্ট ও বলবান ও অনেকযুদ্ধজেতা এই সাত সন্ধেয় সত্যবাদী সত্যকে পালন করে অতএব সে মেলহইতে বিকার পায় না পূজ্য লোক প্রাণা ন্তেতেও অপূজ্যতা পায় না। ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের সকলেই মান্য হয় প্রজানুরাগহেতুক আর ধর্ম্মহেতুক ধার্ম্মিক লোক দুঃখচ্ছেদ্য হয়। মরণ উপস্থিত হইলে অমান্যের সহিতও মেল করিবেক তাহার আনুগত্যব্যতিরেকে অন্য প্রকারে কালক্ষেপণ করিবে না। কণ্টকেতে আবৃত যে নিবিড় বংশ তাহার কাঁটা দূর না করি য়া সে বংশকে যেমন ছেদন করিতে সমর্থ হয় না এইরূপ ভ্রাতৃ সমূহবিশিষ্ট লোক তাহার ভাই সকলকে নষ্ট না করিয়া ঐ ব্য ক্তিকে মারিতে পারে না। বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবেক ইহা নিদর্শন নাই যেহেতুক মেঘ কদাচ বিলোম বায়ুতে যায় না জম দাগ্নি মুনির বহু সংগ্রামজয়ি পুত্র যে পরশুরাম তাঁহার ন্যায় প্রতাপহেতুক অনেক যুদ্ধজেতা সর্ব্বত্র নিরন্তর সমস্তই ভোগ করে। বহু রণজেতা যাহার সঙ্গে মেল করে তাহার প্রতাপেতেই তাহার বিপক্ষেরা ত্বরাতে বশতা পায় তাহাতে অনেক গুণেতে যুক্ত ঐ রাজা সন্ধেয়। চক্রবাক বলিতেছে ওহে দূত সর্ব্বত্র যাও গিয়া পুনর্ব্বার আসিও। রাজা চক্রবাককে জিজ্ঞাসিলেন ওহে মন্ত্রি অ সন্ধেয় কত লোক তাহারদিগকে শুনিতে ইচ্ছা করি। সচিব বলি তেছে হে মহারাজ কহি শুন বালক ও বৃদ্ধ ও চিররোগী ও জ্ঞাতি বহিষ্কৃত ও ভীরু ও ভীরুসৈন্যবিশিষ্ট ও লুব্ধ ও লোভিসম্মতিব্যা

হৃত পুরুষ ও বিরক্তস্বভাব ও বিষয়েতে অত্যন্তাসক্ত ও অনবস্থিতচিত্ত ও দেবদ্বিজনিন্দক ও দৈবোপহত ও দৈবপরায়ণ ও দুর্ভিক্ষরূপ বিপত্তিতে ব্যাকুল ও ব্যসনিসৈন্যযুক্ত ও বিদেশস্থ ও বহুশত্রু ও অকালযুক্ত ও সত্যধর্ম্মচ্যুত এই বিংশতি লোক ইহারদের সহিত মেল করিবে না। কেবল সংগ্রাম করিবেক ইহারা যুধ্যমান হইলে শীঘ্র শত্রুর বশতা পায়। বালকের অল্প বলত্ব হেতুক লোক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করে না। যেহেতুক যুদ্ধা যুদ্ধের ফল জানিতে শিশু সমর্থ হয় না। উৎসাহরহিতত্ব হেতুক বৃদ্ধ এবং চিররোগী এই দুই জন অবশ্য আপনিই পরিভূত হয়। সর্ব্ব জ্ঞাতিবহিষ্কৃত লোক সুখচ্ছেদ্য হয় কেননা জ্ঞাতিরা সহায় হইয়া তাহাকে নষ্ট করে। ভীরু ব্যক্তি রণেতে শ্রান্ত হইয়া আপনিই নষ্ট হয়। ভীরুপুরুষ যাহার সমভিব্যাহারে সে ভীরুপুরুষকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। নিকটেতে যে উপস্থিত হয় লুব্ধ জন আপনিই তাহা লয় এই নিমিত্তে তাহার অনুচরেরা যুদ্ধ করে না। যে স্বামির সমভিব্যাহারে লোভী লোক থাকে তাহারা শত্রুহইতে স্বর্ণাদি পাইলে সে স্বামিকে নষ্ট করে যুদ্ধ স্থানেতে স্বভাবস্থ লোক বিরক্ত স্বভাব লোককে পরিত্যাগ করে। বিষয়েতে অত্যন্তাসক্ত ব্যক্তি অনায়াসেতে নিগ্রাহ্য হয় অনবস্থিত ব্যক্তি সচিব কর্ত্তৃক ভেদ্য হয় কেননা অনবস্থিতত্বহেতুক তাহাকে মন্ত্রিরা কার্য্য হইতে ত্যাগ করে। সম্পত্তির এবং বিপত্তির দৈবই কারণ ইহা চিন্তা করত দৈবপরায়ণ লোক আপনাকেও চেষ্টা করে না দুর্ভিক্ষরূপ বিপত্তিতে ব্যাকুল লোক আপনিই অবসন্ন হয়। ব্যসনিসৈন্য সমভিব্যাহারি লোকের ব্যূহরচনাদি সম্পন্ন হইতে পারে না। দেবদ্বিজনিন্দক ও দৈবোপহত ইহারা অধর্ম্মপ্রযুক্ত আপনিই

ব্যাকুল হয়। অরিকর্ত্তৃক অত্যল্প সৈন্যদ্বারাও বিদেশস্থ ব্যক্তি নষ্ট হয়। জলমধ্যেতে বৃহদ্ধস্তিকেও ক্ষুদ্র কুম্ভীর ধরে বহুশত্রু ব্যক্তি শ্যেন পক্ষির মধ্যস্থিত কপোতের ন্যায় ভীত হইয়া যে পথেতে যায় সেই পথেতে নষ্ট হয়। এবং অকালযুক্ত ব্যক্তি কাল যোদ্ধাকর্ত্তৃক নষ্ট হয় যেমন নষ্টদৃষ্টি কাক অর্দ্ধরাত্রে পেচক কর্ত্তৃক নষ্ট হয় সত্য ধর্ম্মচ্যুত লোকের সহিত কদাচ মেল করিবে না কেননা সে লোক অসচ্চরিত্রতাহেতুক অল্প কালেতেই মেলন হইতে অন্যথা পায়। আরও কহি সন্ধি অর্থাৎ মেলন বিগ্রহ অর্থাৎ পরদেশদাহলুণ্ঠনাদি যান অর্থাৎ বিপক্ষের প্রতি যাত্রা আসন অর্থাৎ বিগ্রহাদির নিবৃত্তি। সংশ্রয় অর্থাৎ দুই বলবানের মধ্যস্থিত ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা ধন দারাদির সমর্পণ। দ্বৈধীভাব অর্থাৎ একের সহিত মেলন অপরের সহিত কলহ এই ছয় গুণ কর্ম্মারম্ভের উপায় হয় আর পুরুষার্থ সম্পত্তি দেশ কালের বিবেচনা আর বৈরিমারণের প্রতিকার আর কর্ম্মসিদ্ধি এই পাঁচ প্রকার মন্ত্রণা হয়। সাম ও দান ও ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায় হয় উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রণাশক্তি ও প্রভাবশক্তি এই তিন শক্তি হয় এই সকল আলোচনা করিয়া বড় লোকেরা সর্ব্বদা অবিজিগীষু হয়। জীবন দানরূপ মূল্যেতে যে সম্পত্তি লভ্য হয় না সে সম্পত্তি নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে নিশ্চলা হইয়া আপনি ধাবন করে। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন যাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা এক প্রকার আর গূঢ় দূত আর গুপ্ত মন্ত্রণা আর যে লোক মনুষ্যেরদিগকে নিষ্ঠুর বাক্য কহে না সে লোক সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী শাসন করে। কিন্তু যদ্যপি তাহার মহামন্ত্রী গৃধ্র মেল করি

হার প্রসঙ্গ করিয়াছে তথাপি জয় হইয়াছে এই অহঙ্কারপ্রযুক্ত সে রাজা অবজ্ঞা করিবে না হে ভূপতে সেইহেতুক এই প্রকার করুন সিংহলদ্বীপের মহাবল নামে সারসরাজ আমারদের সখা জম্বুদ্বীপেতে গিয়া চিত্রবর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ক্রোধ জন্মান যেহেতুক শূর লোক সুসঙ্গত সৈন্যের দ্বারা সাবধান হইয়া সুরক্ষিত শত্রুকে ব্যামোহ দিবেক যেহেতুক ব্যাকুল ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ব্যাকুলের সহিত মিলন করে। রাজা বলিলেন এইরূপ হউক ইহা কহিয়া বিচিত্র নামে বককে অত্যন্ত গুপ্ত লিপি দিয়া সিংহলদ্বীপে পাঠাইলেন। + অনন্তর চর আসিয়া বলিল হে ভূপাল সে স্থানের প্রস্তাব শুনুন সেখানে গৃধ্র এই প্রকার বলিল যে হে নৃপতে মেঘবর্ণ সে স্থানে বহুকাল বসতি করিয়াছে সে জানে হিরণ্যগর্ভ সন্ধেয় গুণশালী বটে কি না। তদনন্তর রাজা আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও হে কাক ঐ হিরণ্যগর্ভ রাজা কিরূপ আর চক্রবাক মন্ত্রীই বা কীদৃশ। কাক বলিল হে মহারাজ রাজা হিরণ্যগর্ভ যুধিষ্ঠিরতুল্য মহাশয় ও চক্রবাকের ন্যায় অমাত্য কুত্রাপি দৃষ্ট নয় রাজা কহিলেন যদ্যপি এতাদৃশ তবে কি প্রকারে ইনি বঞ্চিত হইলেন মেঘবর্ণ হাস্য করিয়া কহিল হে নৃপতে বিশ্বাসপ্রাপ্ত লোকের বঞ্চনাতে পুরুষার্থ কি ক্রোড়েতে আরোহণ করিয়া থাকে যে নিদ্রিত ব্যক্তি তাহাকে নষ্ট করিয়া কি পুরুষার্থ হে মহারাজ শুনুন সে সচিব প্রথম দর্শনেতে জানিয়াছিল কিন্তু ঐ রাজা মহাশয় সেইহেতুক আমি বঞ্চনা করিয়াছি। + প্রাজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন আত্মতুল্যেতে যে লোক খলকে সত্যবাদী করিয়া জানে সে জন সেই প্রকার বঞ্চিত হয় যেমন ছাগলের নিমিত্তে তিন জন ধূর্ত্তকর্ত্তৃক এক ব্রাহ্মণ বঞ্চিত হইল। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার মেঘবর্ণ কহিতেছে।

গৌড়দেশীয় কাননেতে এক আরব্ধযজ্ঞ উদাসীন ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি যজ্ঞের নিমিত্তে ছাগল লইয়া যাইতেছিলেন ইহা তিন জন ধূর্ত্তেতে দেখিল তাহার পর সেই শঠেরা পরামর্শ করিয়া তিন বৃক্ষের তলেতে এক ক্রোশ অন্তরেতে সেই দ্বিজের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া মার্গমধ্যে থাকিল। তাহাতে যাইতেছিল যে ব্রাহ্মণ তাহাকে এক বঞ্চক কহিল হে ব্রাহ্মণ কেন কুক্কুরকে স্কন্ধেতে করিয়া বহিতেছ ভূদেব কহিলেন এ কুক্কুর নয় কিন্তু যজ্ঞীয় ছাগ অনন্তর তাহার পর ছিল যে অপর শঠ সেও ঐ প্রকার কহিল। তাহা শুনিয়া দ্বিজ ছাগলকে ভূমিতে নামাইয়া ভূয়োং অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার স্কন্ধে করিয়া চঞ্চলচিত্ত হইয়া চলিল যেহেতুক শঠ বাক্যেতে সুবোধ লোকেরও বুদ্ধি চঞ্চলা হয় যেমন চিত্রকর্ণ তিন জনকর্ত্তৃক প্রাপ্তবিশ্বাস হইয়া মরিল। রাজা কহিলেন ইহা কি রূপ। সে কহিতেছে।

এক অরণ্যেতে মদোৎকট নামে সিংহ থাকে তাহার দাস তিন জন কাক ও ব্যাঘ্র ও শৃগাল অনন্তর তাহারা ভ্রমণ করিতেং এক উষ্ট্রকে দেখিল আর জিজ্ঞাসিল তুমি কেন সাথি ত্যাগ করিয়া আইলা। সে নিজ বৃত্তান্ত কহিল তদনন্তর উহাকে লইয়া সিংহকে সমর্পণ করিল সে অভয় বাক্য দিয়া চিত্রকর্ণ এই নাম করিয়া তাঁহাকে রাখিল।, তাহার পর কোন দিন শরীরাপাটবপ্রযুক্ত আর অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রযুক্ত তাহারা সিংহের আহার না পাইয়া ব্যাকুল হইল। তাহার পর তাহারা আলোচনা করিল যে প্রকার চিত্রকর্ণকেই রাজা মারেন তাহা কর এ কণ্টকভোক্তাতে কি প্রয়োজন ব্যাঘ্র বলিল রাজা অভয় বচন দিয়া অনুগ্রহ করিয়াছেন সেইহেতুক কি মতে এমন সম্ভব হয়

কাক বলিতেছে এ সময়েতে অনাহারেতে ক্লিষ্ট প্রভু পাপও করিবেন যেহেতুক ক্ষুধাতুর লোক আপন স্ত্রী ও পুত্রকেও ত্যাগ করে বুভুক্ষিত সর্পী নিজ অণ্ডকে ভক্ষণ করে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি কোন পাপ না করে কেননা অনাহারপ্রযুক্ত ক্লিষ্ট লোক নির্দ্দয় হয় অপর মদিরা পানাদিদ্বারা মত্ত ও অকৃতাবধান ও বাতুল ও শ্রমযুক্ত ও রুষ্ট ও ক্ষুধাতুর ও লোভী ও ভীরু ও সত্বর ও কামাতুর ইহারা ধর্ম্মজ্ঞ নয় ইহা ভাবনা করিয়া সকলে সিংহের নিকটে গেল। সিংহ বলিল ভক্ষণের নিমিত্তে কিছু পাইয়াছ। তাহারা বলিল প্রয়াসেতেও কিঞ্চিৎ পাই নাই সিংহ কহিল সংপ্রতি আমারদের প্রাণধারণের উপায় কি কাক বলিতেছে নিজায়ত্ত ভোজন পরিত্যাগপ্রযুক্ত এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত সিংহ কহিল। এখানে কোন আহার আপনার অধীন বায়স কর্ণেতে কহিতেছে চিত্রকর্ণ সিংহ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই কর্ণস্পর্শ করিতেছে এবং কহিতেছে আমরা ইহাকে অভয় বাক্য দিয়া রাখিয়াছি তবে কি মতে এতাদৃশ সম্ভব হয় তাহা বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন সংসারেতে সকল দানের মধ্যে অভয়দানকে যেমন মহাদান করিয়া বলেন তেমন ভূমিদানকে বলেন না সুবর্ণদানকে বলেন না গোদানকে বলেন না অন্নদানকে বলেন না। অপর সর্ব্বাভিলাষদায়ক অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল সে সমস্ত ফল শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে পায়। কাক বলিতেছে প্রভু আপনি ইহাকে নষ্ট করিবেন না কিন্তু আমরা সেই প্রকার করিব যে প্রকারে আপনিই ও নিজ শরীর দান স্বীকার করে সিংহ তাহা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিল অনন্তর অবকাশক্রমেতে কাক কপট করিয়া সকলকে লইয়া সিংহের সন্নিধিতে গেল তাহার পর

কাক কহিল হে মহারাজ যত্নেতেও খাদ্য দ্রব্য পাইলাম না বহু তর উপবাসেতে প্রভু কৃশ হইয়াছেন অতএব সম্প্রতি আমার মাংস ভোজন করুন স্বামিকর্ত্তৃক অমাত্য লোক পরিত্যক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও বাঁচে না কেননা ধন্বন্তরি বৈদ্যও গতায়ুর কি করিতে পারে অমাত্যপ্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতিরদের মূল স্বামীই হয়। সমূল বৃক্ষেতেই লোকের প্রয়াস সফল হয় সিংহ কহিল জীবন পরিত্যাগও ভাল তথাপি এতদ্রূপ কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি ভাল নয়। শৃগালও তাহা কহিল তদনন্তর সিংহ কহিল এমন না। তাহার পর ব্যাঘ্র কহিল আমার শরীরেতে প্রভু বাচুন সিংহ বলিল কদাচ ইহা উপযুক্ত নয়। চিত্রকর্ণও জাতপ্রত্যয় হইয়া সে প্রকার আপনাকে কহিলেন তাহার কথাতে সেই ব্যাঘ্র কুক্ষিবিদারণ করিয়া উহাকে নষ্ট করিয়া খাইল। এই নিমিত্ত আমি বলি খলবাক্যেতে উত্তম লোকেরও বুদ্ধি চঞ্চলা হয়।

তদনন্তর তৃতীয় ধূর্ত্তের বাক্য শুনিয়া আপন বুদ্ধিভ্রম নিশ্চয় করিয়া ছাগলকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ঘরে গেলেন। ধূর্ত্তেরা ঐ ছাগলকে লইয়া ভক্ষণ করিল। অতএব আমি বলি আত্মতুল্যেতে যে লোক ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন মেঘবর্ণ তুমি কি প্রকারে বিপক্ষের মধ্যে চির কাল বাস করিয়াছিলা কি প্রকারে বা তাহারদিগের বিনয় করিয়াছিলা। মেঘবর্ণ বলিল মহারাজ স্বামির কার্য্যের নিমিত্তে আর আপনার কার্য্যের নিমিত্তে লোক কি না করে দেখ পোড়াইবার নিমিত্তে লোক মাথায় করিয়া কাষ্ঠকে বহন করে নদীকূল বৃক্ষ মূল ক্ষালন করত উৎপাটন করে তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সুবোধ লোক নিজ কার্য্যের নিমিত্তে শত্রুকে স্কন্ধদেশেতে করি

য়া বহন করে। যে রূপ বৃদ্ধ সর্প মণ্ডুকেরদিগকে নষ্ট করিল।
রাজা কহিলেন এ কি পুকার। মেঘবর্ণ কহিতেছে।

জীর্ণোদ্যানেতে মন্দবিষ নামে এক সর্প থাকে সে অত্যন্ত বার্দ্ধক্যাবস্থাপ্রযুক্ত আহার অন্বেষণ করিতেও অসমর্থ পুষ্করিণীর তীরে পড়িয়া থাকে তাহার পর দূরহইতে কোন মণ্ডুক দেখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল কেন তুমি ভোজনের তত্ত্ব কর না। ভুজঙ্গম কহিল ও হে মিত্র মন্দভাগ্য আমার জিজ্ঞাসাতে কি পুয়োজন। তদনন্তর সেই ভেক কুতূহলী হইয়া ইহা কহিল যে তুমি অবশ্য কহ ভুজঙ্গ বলিল হে ভদ্র ব্রহ্মপুরনিবাসি শ্রোত্রিয় কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণের বিংশতিবর্ষবয়স্ক অশেষ গুণালঙ্কৃত পুত্রকে দুর্দ্দৈবপ্রযুক্ত খলস্বভাবহেতুক আমি দংশন করিয়াছি, সেই পুত্রকে মৃত দেখিয়া কৌণ্ডিন্য মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকাতে গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহার পর ব্রহ্মপুরবাসি সমস্ত বন্ধু লোকেরা সে স্থানে আসিয়া বসিল বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন উৎসবেতে ও বিপৎকালেতে ও সংগ্রামেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও দেশোপদ্রবেতে ও রাজস্থানেতে ও শ্মশানেতে যে থাকে সেই মিত্র তাহাতে কপিল নামে স্নাতক বলিলেন অরে কৌণ্ডিন্য তুই মূর্খ এই নিমিত্তে রোদন করিতেছিস শুন মাতৃকর্ত্তৃক ক্রোড়করণের পূর্ব্বে যেমন ধাত্রী কোলে করে এমনি জন্মিবামাত্র সকলের প্রথমত অনিত্যতা অঙ্কে করে পশ্চাৎ জননী প্রভৃতিরা ক্রোড়ে করে ইহাতে শোকের বিষয় কি। এবং সৈন্য সামন্ত বাহন সহিত পৃথিবীপতিরা কোথায় গিয়াছেন যাহারদিগের বিচ্ছেদসাক্ষিণী পৃথিবী অদ্যাপি আছেন অপর শরীর গ্রহণ করিলে অবশ্য নষ্ট হয় আর সম্পত্তিই বিপত্তির স্থান আর ধনাদির উপার্জ্জনই ব্যয় এই শরীর অনুক্ষণ ক্ষীণ হইতেছে

ইহা বুঝা যায় না, কিন্তু জলমধ্যস্থ আম কলসের ন্যায় বিশীর্ণ
হইয়া নষ্ট হয় নীয়মান হন্তব্য পশুর পদেং ছেদন যেমন নিকট
হয় এইরূপ যম দিনেং প্রাণির নৈকট্য পাইতেছেন। যৌবন
রূপ জীবন ধনসঞ্চয় ঐশ্বর্য্য মিত্রের সহিত আলাপ এ সকলই
অস্থির এই হেতুক জ্ঞানবান লোক তাহাতে মুগ্ধ হয় না। সমু
দ্রেতে নানা দেশস্থ দুই কাষ্ঠেতে যেমন মিলন হয় মিলিয়া
অন্যং দেশে যায় সেই প্রকার প্রাণিরদের সমাগম অপর পঞ্চভূত
করণক নির্ম্মিত যে কলেবর সে পুনর্ব্বার পঞ্চত্ব পাইলে পরে আ
পনং কারণেতে লীন হয় তাহাতে শোক কি। লোক মনের প্রিয়
পুত্রত্বাদি যত সম্বন্ধকে করে সেই সকল সম্বন্ধকে পুত্রাদির নাশ
হইলে শোকরূপ শঙ্কু করিয়া পুতিয়া রাখে। এতাদৃশ অত্যন্ত প্র
ণয় যে কোন লোকের সহিত কর্ত্তব্য নয় নিজ দেহের সহিতও
কর্ত্তব্য নহে অন্যের সঙ্গে কি এবং অপরিহার্য্য জন্ম মৃত্যুর সমা
গম যেমন অবশ্য হয় এই রূপ পুত্র মিত্রাদির মিলন তাহারদিগের
বিচ্ছেদ অবশ্য করে। প্রিয়ের সহিত আপাততঃ সুখাবহ যে
মেল তাহার শেষ কঠিন হয় যেমন কুপথ্য অন্নের পরিণাম দারুণ
অপর নদী সকলের স্রোত যে প্রকার বহিয়া যায় পুনশ্চ ফিরি
য়া আইসে না সেই প্রকার রাত্রি ও দিন মনুষ্যেরদিগের পর
মায়ু লইয়া যায় পুনর্ব্বার আইসে না পৃথিবীতে সুখদায়ক যে
উত্তম লোকের সহিত মিলন সে পশ্চাৎ বিচ্ছেদহেতুক দুঃখ সমূহ
দায়ক হয় এই নিমিত্তে উত্তম লোকেরা সাধু লোকের সমাগম
বাঞ্ছা করে না যেহেতুক যাহার বিচ্ছেদরূপ খড়্গেতে ছিন্ন যে চিত্ত
তাহার ঔষধ নাই। সগর প্রভৃতি রাজারা সুকৃত কর্ম্ম করিয়াছি
লেন অনন্তর সেই সকল ক্রিয়া এবং সেই সকল রাজারাও বি

নাশ পাইয়াছেন। বৃষ্টি জলেতে আর্দ্র হইয়া চর্ম্ম বন্ধন যদ্রূপ শিথিল হয় তদ্রূপ সেই উগ্রদণ্ড যমকে স্মরণ করিয়া সাধু লোকেরদের প্রয়াস সকল শিথিল হয় উত্তম লোক গর্ভেতে বাস করিয়া প্রথম রাত্রিতে যে দুঃখ পায় সেই অবধি ঐ লোক আয়াসশালী হইয়া প্রতিদিন মৃত্যুতুল্য দুঃখ সহ্য করে অতএব সংসার বিবেচনা কর এই শোক অজ্ঞানের কার্য্য। দেখ অজ্ঞান যদি শোকের হেতু না হয় বিচ্ছেদই কারণ হয় তবে অধিক দিন গেলে পর শোক বাড়ুক যায় কেন সেইহেতুক এখন আত্মানুসন্ধান কর শোক চর্চ্চা পরিত্যাগ কর যেহেতুক কাণ্ডপতন ব্যতিরেকে জাত অথচ মর্ম্মচ্ছেদি এতাদৃশ যে নিবিড় শোকরূপ অস্ত্র প্রহার তাহার ভাবনা না করাই উত্তম ঔষধ। তদনন্তর তাহার বাক্য শুনিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কৌণ্ডিন্য উঠিয়া বলিলেন এই নিমিত্তে এখন সংসাররূপ নরকে বাস করা বৃথা অরণ্যেতে গমন করিব কপিল পুনর্ব্বার কহিলেন রাগী লোকেরদের কাননেতেও দোষ প্রভু হয় গেহেতেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে দমন করা সেই তপস্যা যে ব্যক্তি অনিন্দিত কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হয় সেই বৈরাগি লোকের গৃহই তপোবন যেহেতুক সকল প্রাণিতে তুল্যদৃষ্টা লোক যে কোন আশ্রমেতে থাকিয়া দুঃখিত হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করে কেননা রক্তবস্ত্র ধারণাদিরূপ চিহ্ন পুণ্যের জনক নহে। বিজ্ঞকর্ত্তৃক তাহা কথিত আছে প্রাণধারণের জন্যে যাহারদিগের ভোজন এবং অপত্যের কারণ স্ত্রীসংসর্গ এবং যাথার্থ্যের নিমিত্তে বাক্য তাহারা বিপৎও তরে তাহার প্রমাণ কহিতেছেন আত্মা নদীস্বরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পুণ্য তীর্থস্বরূপ শীল তটস্বরূপ দয়া তরঙ্গস্বরূপ হে যুধিষ্ঠির এতদ্রূপ নদীতে অভিষেক কর অন্তঃকরণ কেবল জলেতে স্বচ্ছ

হয় না বিশেষতো জন্ম মৃত্যু জরা রোগ ব্যথা ভয় এই সকলেতে উপক্রুত যে এই অসার সংসার ইহাকে ত্যাগ যে করে তাহারি সুখ হয় যেহেতুক দুঃখই আছে সুখ নাই যে নিমিত্তে দুঃখই অনুভূত হইতেছে দুঃখের অনুভব যে না করা তাহাকেই সুখ করিয়া বলি। কৌণ্ডিন্য বলিতেছেন এই বটেং। তদনন্তর সেই শোকার্ত্ত বুাহ্মণ আমাকে অভিশাপ করিলেন যে আজি অবধি তুমি ভেকেরদের বাহন হইবা। কপিল বলিতেছেন ইদানী তোমার অন্তঃকরণ শোকাবিষ্ট হইয়াছে অতএব আমার উপদেশ গুহণ করিতে পার নাই তথাপি যাহা কর্ত্তব্য তাহা শুন সর্ব্ব পুকারে আসক্তি ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে শক্ত হয় না অতএব সাধু লোকের সঙ্গকরা উচিত যেহেতুক সতের সঙ্গই ঔষধ। অপর অভিলাষ সর্ব্বথা ত্যাগ করণোপযুক্ত যদি তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ না হয় তবে নিজ পত্নীর পুতি করিবেক যে হেতুক সেই তাহার ঔষধ। ইহা শুনিয়া সেই কৌণ্ডিন্য কপিলের উপদেশরূপ অমৃতেতে নষ্টশোকাগ্নি হইয়া শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস গুহণ করিলেন। অতএব ভূদেবের অভিশাপপুযুক্ত মণ্ডূকের দিগকে বহিবার নিমিত্তে এ স্থানে আছি। তাহার পর সেই ভেক গিয়া জলপদ নামে মণ্ডূকরাজের অগ্রেতে তাহা কহিল তদনন্তর ঐ মণ্ডূকনাথ আসিয়া সেই সর্পের পৃষ্ঠেতে আরোহণ করিল ঐ সর্প তাহাকে পৃষ্ঠেতে করিয়া বিচিত্র গতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল পর দিবস তাহাকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মণ্ডূকস্বামী বলিল অদ্য কেন তুমি গমনাসমর্থ সর্প বলিতেছে হে মহারাজ অনাহারপুযুক্ত অসমর্থ হইয়াছি ভেকরাজ কহিলেন আমার আজ্ঞাতে মণ্ডূক ভোজন কর তদনন্তর আমি বড় অনুগুহ পাইলাম

ইহা কহিয়া অল্পেং ভেকেরদিগকে খাইল তাহার পর সে নির্ম্ম ণ্ডুক জলাশয় দেখিয়া মণ্ডূকরাজকেও খাইল। অতএব আমি বলি সুবোধ লোক নিজ কার্য্যের নিমিত্তে শত্রুকেও স্কন্ধেতে করিয়া ইত্যাদি।

হে মহারাজ এখন ইতিহাস কথন যাউক ঐ হিরণ্যগর্ভ রাজা সর্ব্ব প্রকারে সন্ধেয় এই আমার জ্ঞান। রাজা বলিলেন তোমার এ পরামর্শ কি যেহেতুক আমরা উহাকে জয় করিয়াছি সেই হেতুক যদ্যপি আমারদের অনুগত হইয়া বসতি করে তবে থা কুক নতুবা যুদ্ধ করুক। ইতোমধ্যে জম্বুদ্বীপহইতে আসিয়া শুক কহিল হে রাজাধিরাজ সিংহলদ্বীপের সারস রাজা সম্প্রতি জম্বু দ্বীপকে আক্রমণ করিয়া আছে। রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে কি কি শুক পুনর্ব্বার তাহা কহিতেছে। গৃধ্র অন্তঃকরণে কহি তেছেন সাধুরে চক্রবাক অমাত্য সর্ব্বজ্ঞ সাধুং। নৃপতি সরোষ হইয়া কহিলেন এই হিরণ্যগর্ভ থাকুক সম্প্রতি যাইয়া তাহারেই মূলের সহিত উন্মূলন করি। দূরদর্শী হাস্য করিয়া কহিলেন শরৎ কালীন মেঘের ন্যায় নিরর্থক গর্জন করা উচিত নহে উ ত্তম লোক পরের কার্য্যকে কিম্বা অকার্য্যকে প্রকাশ করে না। অপর রাজা এক কালেতে অনেক বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করি বে না কেননা বলবান সর্পও বহুতর কীটকর্ত্তৃক অবশ্য নষ্ট হয় হে ভূপাল মিলন ব্যতিরেকে কি গমন আছে যেহেতুক আমারদের পশ্চাৎ ঐ হিরণ্যগর্ভ ক্রোধ করিবেক। অপর যে ব্যক্তি যথার্থ নিরূপণ না করিয়া কোপেরি বশীভূত হয় সে লোক ঐ রূপ উত্তপ্ত হয় যেমন মূর্খ ব্রাহ্মণ নকুলহইতে ব্যাকুল হইয়াছিল। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার দূরদর্শী কহিতেছে।

উজ্জয়িনীতে মাঠর নামা এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাহার ব্রাহ্মণী শিশুসন্তানের রক্ষার কারণ দ্বিজকে রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে রাজার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার নিমিত্তে আহ্বান আইল তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য স্বভাবপ্রযুক্ত ভাবনা করিলেন যদি শীঘ্র না যাই তবে অন্য কেহ শুনিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবেক যেহেতুক ধনাদির গ্রহণ ও ধনাদির দান ও অন্যং করণোপযুক্ত কর্ম্ম এই সকলকে যদি শীঘ্র না করে তবে কাল তাহারদিগের রস পান করেন এ স্থানে বালকের রক্ষক নাই এই নিমিত্তে কি করি যাউক এখন নকুলকে পুত্রতুল্য করিয়া বহুকাল পালন করিয়াছি অতএব শিশুরক্ষণেতে স্থাপন করিয়া যাই তাহা করিয়া গেলেন। তদনন্তর সেই নকুল বালকের নিকটেতে আইল যে কালসর্প তাহাকে দেখিয়া নষ্ট করিল। তাহার পর রক্তাক্ত মুখচরণ ঐ নকুল ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া ত্বরাতে সমীপে গিয়া তাহার পদদ্বয়েতে লুণ্ঠন করিতে লাগিল পরে তাহাকে সে প্রকার দেখিয়া এই বেজি বালককে খাইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া নষ্ট করিল। তাহার পর যখন নিকটে গিয়া পুত্রকে দেখিতেছেন তখন ব্রাহ্মণ শিশুকে সুস্থ দেখিলেন সর্পকে মৃত দেখিলেন তদনন্তর উপকারক নকুলকে অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণে ভাবনা করিয়া দুঃখিত হইয়া অতিশয় বিষন্নতা পাইলেন। এই নিমিত্তে আমি বলি যে ব্যক্তি যথার্থ নিরূপণ না করিয়া কোপেরি বশীভূত হয় ইত্যাদি।

অপর কাম ও ক্রোধ ও মোহ ও লোভ ও মান ও মদ এই ছয় বর্গকে ত্যাগ করিবেক ইহারদিগকে ত্যাগ করিলে রাজা সুখী হয়। রাজা কহিলেন হে মন্ত্রি তোমার এই স্থির অমাত্য বলি

তেছে এই প্রকারই যেহেতুক উত্তম কার্য্যবিষয়েতে স্মরণ ও বিতর্ক ও অবধারণ ও দৃঢ়তা অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় ও গোপনে মন্ত্রণা এই সকল সচিবের বড় গুণ তাহা জানি অকস্মাৎ কার্য্য করিবে না কেননা বিবেচনারাহিত্য অত্যন্ত বিপদের স্থান আর পরামর্শপূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তাকে গুণলোভি সম্পত্তিরা আপনারাই পান এইহেতুক হে ভূপাল যদ্যপি এখন আমার কথা কর তবে মেল করিয়া চল যেহেতুক কার্য্যসাধনেতে যদ্যপি চারি উপায় কথিত আছে তথাপি তাহারদের ফল গণনামাত্র কিন্তু সন্ধিতাতেই সিদ্ধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। রাজা কহিলেন কি প্রকারে এ রূপ সম্ভব হয় সচিব বলিতেছে হে নৃপতে ঝটিতি হইবে যেহেতুক দুষ্ট ব্যক্তি মৃদ্ভাণ্ডের ন্যায় অনায়াসেতে ভেদ্য হয় আর দুঃখেতে সন্ধেয় হয় সাধু লোক স্বর্ণ পাত্রের ন্যায় আয়াসেতে ভেদ্য হয় ত্বরাতে সন্ধেয় হয়। অপর অজ্ঞানী লোক সুখেতে উপাস্য হয় বিশেষজ্ঞ লোক অতিশয় সুখেতে আরাধ্য হয় যাহার বুদ্ধির লেশও নাই সে মনুষ্যকে ব্রহ্মাও অনুরক্ত করিতে পারেন না বিশেষতঃ এই রাজা ধর্ম্মিষ্ঠ আর মন্ত্রী সর্ব্বজ্ঞ। রাজা বলিলেন মেঘবর্ণের বাক্যদ্বারা আর মেঘবর্ণকর্ত্তৃক কৃত কার্য্য দ্বারা আমি ইহা জানিয়াছি যেহেতুক সর্ব্বত্র পরোক্ষেতে কর্ম্মের দ্বারা গুণ অনুমেয় হয় সেইহেতুক ফলের দ্বারা কর্ম্মের অনুভব কর্ত্তব্য। রাজা কহিলেন উত্তর প্রত্যুত্তর ব্যর্থ যাহা অভিলষিত তাহা কর এই মন্ত্রণা করিয়া মহামন্ত্রী গৃধ্র সেখানে যাহা করণোপযুক্ত হয় তাহা করিব ইহা কহিয়া দুর্গ মধ্যে গেলেন তাহার পর প্রণিধি বক আসিয়া হিরণ্যগর্ভ রাজাকে নিবেদন করিল হে ভূপাল সন্ধি করিবার কারণ মহামন্ত্রী গৃধ্র আমারদের সন্নিধানে

আসিয়াছে। রাজহংস বলিতেছেন পুনর্ব্বার সন্ধান করিতে কে আসিয়াছে সর্ব্বজ্ঞ হাস্য করিয়া কহিলেন হে মহারাজ এ শঙ্কাস্পদ নহে যেহেতুক ইনি দূরদর্শী মহাশয় কিম্বা নির্ব্বুদ্ধিরদের এই রূপে অবস্থান কদাপি শঙ্কাই করে না তাহা জান বুদ্ধিমান হংস কুমুদ মৃণালের অন্বেষণ করিতেং রাত্রিকালে সরোবরে অনেক নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দর্শনপ্রযুক্ত বঞ্চিত হইয়া দিবাভাগেতেও তারা শঙ্কাবিশিষ্ট হইয়া শুক্ল পদ্মকেও দংশন করে না কেননা কাপট্য বঞ্চিত লোক যথার্থেতেও বিপদ জ্ঞান করে। দুষ্ট লোককর্ত্তৃক দূষিতান্তঃকরণ লোকের সুজনেতে প্রত্যয় নাই পরমান্নেতে দগ্ধ যে বালক সে দধিকেও ফুঁ দিয়া ভোজন করে সেইহেতুক হে মহারাজ সামর্থ্যানুসারে তাহার সম্মানের নিমিত্তে রত্ন উপহার প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করুন। তাহা করিলে পরে চক্রবাক গৃধ্রসন্নিধানে গিয়া সম্মানপূর্ব্বক গড়ের দ্বারহইতে আনিয়া রাজার সাক্ষাৎ করাইলেন পরে দত্তাসনে গৃধ্র বসিলেন। চক্রবাক বলিল এ সমস্তই তোমারদের আয়ত্ত আপন ইচ্ছাতে এই রাজ্য উপভোগ কর রাজহংস বলিতেছেন এই প্রকারই বটে। দূরদর্শী কহিতেছে ইহা এই বটে কিন্তু সম্প্রতি অনেক প্রপঞ্চ বাক্যে প্রয়োজন নাই যেহেতুক লোভী লোককে ধনদ্বারা দাম্ভিক জনকে অঞ্জলি করণের দ্বারা মূর্খকে ছলের দ্বারা পণ্ডিতকে যাথার্থ্যের দ্বারা বশ করিবেক। অপর মিত্রকে প্রীতিতে বান্ধবকে সম্মানেতে স্ত্রী পুত্রকে দান ও সম্মানেতে ইতর লোককে সারল্যেতে বশ করিবেক সেই নিমিত্তে মেল করিয়া যাও কেননা চিত্রবর্ণ রাজা মহাবল পরাক্রম। চক্রবাক বলিতেছে যে রূপ মিলন কর্ত্তব্য তাহা কহ। রাজহংস বলিতেছেন সন্ধি কত প্রকার হয় গৃধ্র কহিতেছেন কহি শুনুন বলবানকর্ত্তৃক অভিযুক্ত রাজা প্রতীকারান্তরে অসমর্থ

হইলে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কাল ক্ষেপণ করত সন্ধি করিতে চেষ্টা করে কপাল ও উপহার ও সন্তান ও সঙ্গত ও উপন্যাস ও প্রতীক্কার ও সংযোগ ও পুরুষান্তর ও অদৃষ্টনর ও আদিষ্ট ও আমিষ ও উপগ্রহ ও পরিক্রম ও উচ্ছিন্ন ও পরভূষণ ও স্কন্দোপনেয় এই ষোল প্রকার সন্ধি হয় সন্ধি পণ্ডিতেরা এই ষোড়শ প্রকার শন্ধি কহেন কেবল সমতাতে যে মিলন হয় তাহাকে কপাল সন্ধি করিয়া জানিবা ধনাদিদ্বারা যে মেল হয় তাহাকে উপহার করিয়া বলি দাসী বেশ্যাদিদান দ্বারা যে মেল সে সন্তান সন্ধি। মিত্রতাপূর্ব্বক যে সন্ধি তাহাকে পণ্ডিতেরা সঙ্গত সন্ধি করিয়া বলেন। যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত উভয়েরি এক বিষয় এক প্রয়োজন সম্পত্তিতেই বা বিপত্তিতেই বা কোনহ কারণপ্রযুক্ত ভিন্ন হয় না এই সঙ্গত সন্ধি উত্তমতাহেতুক সুবর্ণের ন্যায় অতএব সন্ধিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে কাঞ্চন সন্ধি করিয়া বলেন। ধন ও নিজ কার্য্য নিষ্পত্তিকে উদ্দেশ করিয়া যে মেল করে তাহাকে উপন্যাস কুশলেরা উপন্যাস করিয়া বলেন। আমি পূর্ব্বে ইহার উপকার করিয়াছি আমারো এ লোক করিবেক এই মেলকে প্রতীকার করিয়া বলি শ্রীরাম সুগ্রীবের ন্যায় যেখানে এক কার্য্যকে উদ্দেশ করিয়া সহিত গমন করে তাহাকে সংযোগ করিয়া বলি তোমার ও আমার সেনাপতিদ্বারা আমার কার্য্য নিষ্পন্ন কর ইহা কহিয়া যাহাতে পণ করে সেই সন্ধি পুরুষান্তর সন্ধিনামক যে স্থলে ভূমির এক প্রদেশ পণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া ঐ ব্যক্তির বিপক্ষকে আয়ত্ত করে সে স্থলে যাহার স্থানে পণ লইয়া মেল করে সেই মেলকে অদৃষ্ট পুরুষ করিয়া বলি যেখানে ভূম্যেকদেশ পণেতে বৈরি জয় না হয় কিন্তু তাহাতে যে মেল হয় তাহাকে আদিষ্ট সন্ধি বলি। আপন সৈন্যের সহিত বিপক্ষের

সাথে যে মেল করে তাহাকে আমিষ করিয়া বলি জীবনরক্ষার কারণ সর্ব্বস্বদানেতে যে মিলন করে তাহাকে উপগ্রহ করিয়া বলি। অবশিষ্ট প্রকৃতি রক্ষার নিমিত্তে কোষস্থ কিয়ৎপরিমিত স্বর্ণ রূপ্যের দানদ্বারা কিম্বা স্বর্ণ রূপ্য ভিন্ন দ্রব্যদানদ্বারা কিম্বা সমস্ত সুবর্ণ রূপ্য দানদ্বারা যে মেল করে তাহাকে পরিক্রয় করিয়া বলি। উত্তম ভূমিদানপ্রযুক্ত যে সন্ধি হয় তাহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া বলি। ভূম্যুৎপন্ন ভূরিশস্যদানদ্বারা যে মেল হয় তাহার নাম ভূষণ। যে স্থলে ভূম্যুৎপন্ন শস্যকে প্রত্যেকেতে বহন করিয়া দেয় সন্ধিপণ্ডিতেরা তাহাকে স্কন্ধোপনেয় করিয়া বলেন। আর পরস্পরোপকার ও মিত্রতা ও সম্বন্ধক ও উপহার এই চারি প্রকার সন্ধি হয় আমার সম্মতিতে উপহারি এক সন্ধি কেননা উপহার ব্যতিরিক্ত সকল সন্ধিই মিত্রতারহিত। যুদ্ধ করণেতে সমর্থ সৈন্য যে রাজার সে রাজা ধনদানেতে নিবৃত্ত হয় সেইহেতুক উপহার ব্যতিরেকে অন্য প্রকার সন্ধি নাই। চক্রবাক বলিলেন এই লোক আত্মীয় এই জন আত্মীয় নহে এ প্রকার গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরণ লোকের মহচ্চরিত্রক জনের পৃথিবীস্থ যাবল্লোকই অন্তরঙ্গ। অপর পর পত্নীতে মাতৃতুল্য অন্য ধনেতে ঢেলার ন্যায় সকল প্রাণিতে আত্মসদৃশ যে দেখে সেই পণ্ডিত। রাজা কহিলেন তোমরা বড় লোক আর জ্ঞানী এইহেতুক এখন আমারদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহ। অমাত্য বলিতেছে আঃ কি এ কহিতেছ মানসপীড়া ও রোগের সন্তাপপ্রযুক্ত অদ্য কিম্বা কল্য বিনাশশালী যে কলেবর তাহার কারণ কোন লোক অধর্ম্মাচরণ করে শরীরিরদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের প্রায় চঞ্চল ইহা নিশ্চয় এইহেতুক তদ্রূপ জানিয়া পুনঃ২ পুণ্যানুষ্ঠান করিবেক মৃগতৃষ্ণার ন্যায় সংসারকে ক্ষণ বিধ্বংসি

জানিয়া ধর্ম্মের কারণ ও সুখের নিমিত্তে সাধু লোকেরদের সহিত সঙ্গ করিবেক। সেই নিমিত্তে আমার অভিমতেতে তাহাই কর যেহেতুক সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ আর সত্য বাক্য এই দুই তুলাতে ধৃত হইয়াছে তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই অতিরিক্ত হইলেন এইহেতুক সত্য করণরূপ দিব্যপূর্ব্বক এই দুই রাজার সুবর্ণসংজ্ঞক সন্ধি হউক। সর্ব্বজ্ঞ বলিতেছেন এই হউক তদনন্তর রাজা রাজহংসকর্ত্তৃক বসনাভরণোপচারদ্বারা ঐ দূরদর্শী অমাত্য সম্মানিত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণ হইয়া চক্রবাককে লইয়া ময়ূররাজের সমীপে গেলেন। সে স্থানে রাজাধিরাজ শ্রীচিত্রবর্ণ গৃধ্রবাক্যপ্রযুক্ত অনেক দান সম্মানপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞকে সম্ভাষা করিয়া সেই প্রকার সন্ধি স্বীকার করিয়া রাজহংস সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। দূরদর্শী কহিতেছে হে মহারাজাধিরাজ এখন আমারদের অভিলষিত সম্পূর্ণ হইল নিজ স্থান বিন্ধ্য পর্ব্বতেই ফিরিয়া চল। অনন্তর সকলে আপনং স্থানে গিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল পাইলেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন আর কি কহিব তাহা কহ। রাজনন্দনেরা কহিলেন তোমার অনুগ্রহেতে রাজব্যবহার অবগত হইলাম আমরা সুখী হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন যদ্যপি এই রূপ তথাপি আরও এইরূপ হউক। রাজাসকলের সর্ব্বদা পরস্পর ঐক্য হউক আর জয়শালিরদের অনুক্ষণ আমোদ হউক আর সাধু লোকেরা নিরবধি বিপত্তিরহিত হউন আর সুকৃতিরদের যশ উত্তরোত্তর বাড়ুক আর গনিকার ন্যায় নীতি নিরন্তর বক্ষস্থলেতে থাকিয়া সচিবেরদের মুখচুম্বন করুন ঐ প্রকারে প্রতিদিন মহোৎসব হউক।

ইতি হিতোপদেশ সমাপ্ত।